ভাগবত-বিচার পাঠ-সহায়িকা

bhagavata.vicara@gmail.com

ক্লাসের অডিও ডাউনলোড করুনঃ

audio.iskcondesiretree.com > More >

Bhagavata Vicara - Bengali

Personal Study Note of

Padmamukha Nimāi Dāsa

mayapurinstitute.org

Search & Connect with us online…

৩য় স্কন্ধ ৫ম অধ্যায়– বিদুর-মৈত্রেয় সংবাদ

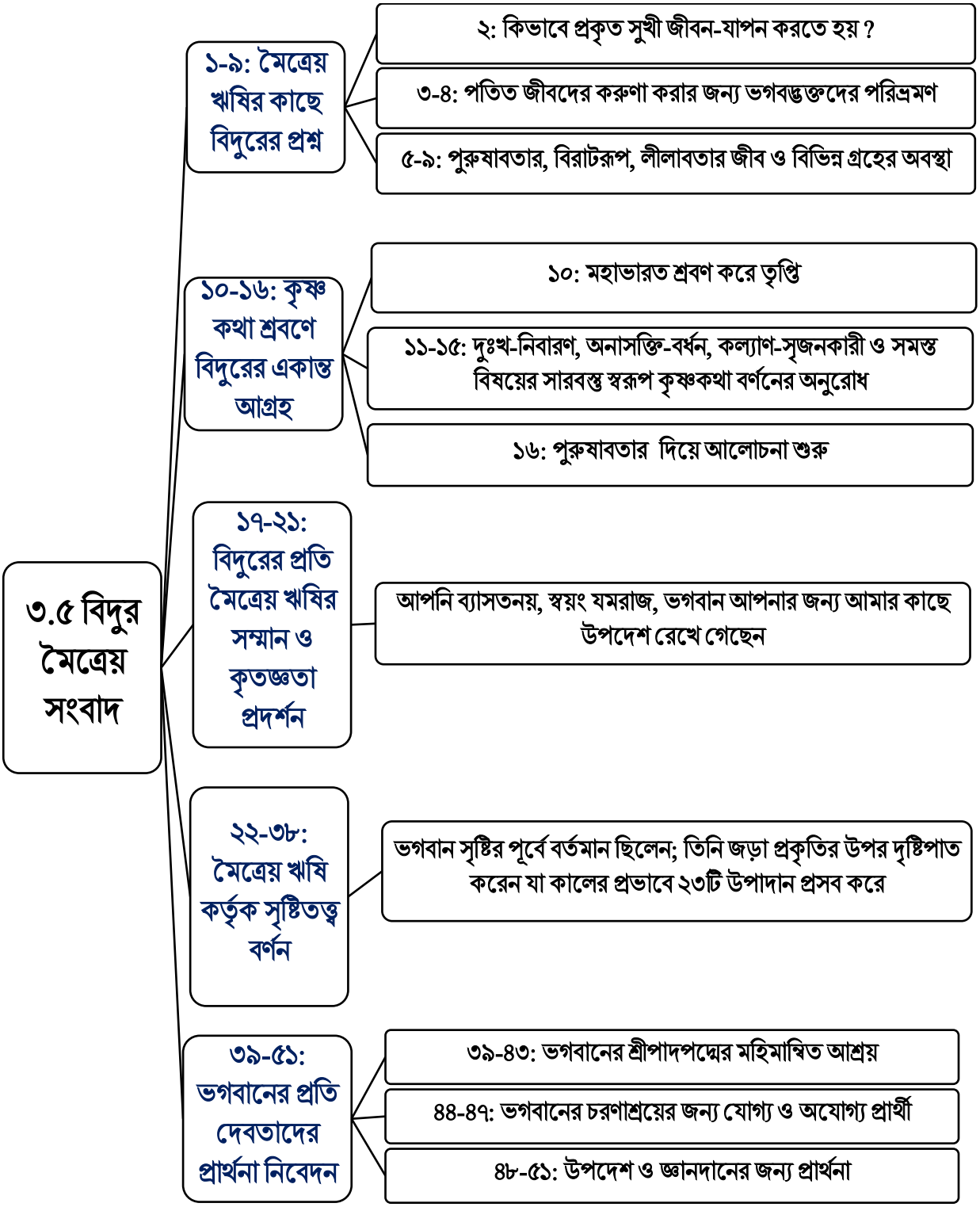

পঞ্চম অধ্যায়ের কথা সার

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরকৃত 'শ্রী গৌড়ীয় ভাষ্য' থেকে সংকলিত

পঞ্চম অধ্যায়ে বিদুর মৈত্রেয় মুনি কে পরিপ্রশ্ন করলে মুনিপ্রবর, বিদুরের নিকট ভগবানের লীলা মহদাদির সৃষ্টি এবং তৎসহ হরির স্তুতি কীর্তন করলেন। বিদুর মৈত্রেয় ঋষির নিকট পুরুষগণের ঐকান্তিক কর্তব্য, ভগবজ্জ্ঞান, পুরুষ রূপে অবতারগ্রহণকারী ভগবানের লীলা ও সৃষ্ট্যাদি ক্রিয়া, পুনরায় নিশ্চেষ্টভাবে যোগমায়াতে শয়ন, ব্রহ্মাদি রূপে প্রকাশ, মৎস্যকুর্ম্মাদি নৈমিত্তিক অবতাররূপে বিবিধ লীলা, স্বর্গমর্তাদিলোক, প্রাণী সকলের বর্ণাশ্রম কর্মে অধিকার ইত্যাদি বিষয় শ্রবণ করার জন্য প্রার্থনা জানালেন। বিদুর আরও বললেন যে, বর্ণাশ্রম ধর্মের বিষয় পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করে তাঁর কর্ণ তৃপ্ত হয়েছে, কারণ তা অতি অকিঞ্চিৎকর সুখজনক। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ কথামৃতপানে কেউই পরিতৃপ্ত হতে পারে না, তা উত্তরোত্তর লালসাবর্দ্ধক। সেই কৃষ্ণকথা সাধু সমাজে নারদাদি বিদ্বজ্জনকর্তৃক কীর্তিত হন তা গৃহাসক্তির ছেদক মহর্ষি বেদব্যাস যে মহাভারত রচনা করেছেন, তাতে প্রাকৃত মনুষ্যগণের মতি ধর্মার্থকাম বিষয়ক কথাবর্ণনা দ্বারা হরিকথায় নীত হয়েছে। তাতে একমাত্র শ্রদ্ধাবান পুরুষগণেরই মতি শ্রীকৃষ্ণে বিবর্দ্ধমানা হয়ে ধর্মার্থকামাদিতে বিরক্তি জন্মে দেয়, কিন্তু যে সকল মূঢ়লোকে ভারতাখ্যানের তাৎপর্য গ্রহণে অনভিজ্ঞ, তারা শোচ্যদেরও শোচনীয়। অতএব বিদুর মৈত্রেয় মুনির নিকটে নিখিল কথার সারভূত শ্রীহরির কথা শ্রবণ করার জন্য প্রার্থনা জানালেন। মৈত্রেয় মুনি তখন বিদুরকে বলতে লাগলেন, "হে বিদুর, আপনি কৃষ্ণগত প্রাণ, আপনার প্রশ্ন দ্বারা জগতের অনেক উপকার হবে। আপনি পূর্বজন্মে যমরাজ ছিলেন, মাণ্ডব্য মুনির শাপে বিচিত্র বীর্যের ভার্যাস্বরূপে গৃহীতা দাসীর গর্ভে ব্যাসদেবের বীর্যে প্রাদুর্ভূত হয়েছেন। আপনি শ্রীহরির চিহ্নিত ভক্ত। শ্রীকৃষ্ণ বৈকুণ্ঠগমনের সময়ে আপনার নিকট তত্ত্বজ্ঞানোপদেশার্থ আমাকে আদেশ করে যান। আমি আপনার নিকট ভগবানের স্বাংশ মায়া বিস্তারিত সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়লীলা বর্ণনা করছি।

এই জৈবজগৎ সৃষ্ট হওয়ার পূর্বে সৃষ্টির ইচ্ছা ভগবানেই লীন থাকাতে ভগবান বৈকুণ্ঠাদি নানাবৈভবযুক্ত হয়েও অচিন্ত্যশক্তিবলে এক অদ্বয়তত্ত্বরূপে বিরাজিত ছিলেন। সৃষ্টির প্রাক্কালে এই বিশ্বও প্রকৃতির ঈক্ষণকর্তা পুরুষেই লীন ছিল। তখন সৃষ্টির সহায়কারিণী মায়াশক্তি তাঁহাতে সুপ্তাবস্থায় ছিল, কিন্তু চিচ্ছক্তি তাঁতে নিত্যই প্রকাশমতী। দ্রষ্টৃ স্বরূপ পরমেশ্বরের কার্যকারণরূপা শক্তিই মায়া – তার দ্বারাই বিশ্ব প্রকটিত হয়। অধোক্ষজ ভগবানের মায়ার উপর কোনও কার্য নাই। তিনি তাঁর চিদ্বিলাস যুক্ত নিত্য ধামে স্বরাট্‌পুরুষরূপে নিত্য সেবিত। কিন্তু তাঁরই স্বাংশভূত প্রকৃতির ঈক্ষণ কর্তা কারণার্ণব-শায়ীর দ্বারা তিনি অব্যক্ত প্রকৃতিতে চিদাভাস আধান করান। তখন অব্যক্ত মায়া হতে মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব বিকৃত হলে সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক ভেদে ত্রিবিধ অহংকারের উৎপত্তি হয়; সাত্ত্বিক অহংকার হতে মন ও বৈকারিক দেবতাগণ উৎপন্ন হন। জ্ঞান ও কর্মেন্দ্রিয়সমূহ বিকার প্রাপ্ত রাজস অহংকার হতে উৎপন্ন এবং তামস অহঙ্কার বিকৃত হলে শব্দের উৎপত্তি হয়ে থাকে। শব্দ হতে আকাশ, আকাশ হতে স্পর্শতন্মাত্র, তা হতে রুপান্তরিত হলে বায়ুর সৃষ্টি হয়। বায়ু আকাশের সাথে মিলিত হয়ে রূপতন্মাত্র জ্যোতি, জ্যোতি বায়ুর সাথে মিলিত হয়ে রসতন্মাত্র জল, জল জ্যোতির সাথে মিলিত হয়ে ভগবৎ-দৃষ্টিগোচরীভূত ও বিকারপ্রাপ্ত কাল ও মায়াসংযোগে গন্ধ গুণাত্মিকা পৃথিবী সৃষ্টি করে থাকে। আকাশে শব্দ; বায়ুতে স্পর্শ ও শব্দ; তেজে রূপ, স্পর্শ ও শব্দ; জলে রস, রূপ, স্পর্শ, ও শব্দ এবং ভূমিতে গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ এই পাঁচটি গুণই বিরাজিত। মহদাদির অভিমানী দেবতা সকল বিষ্ণুর অংশ। বিকৃতি, বিক্ষেপ ও চেতনা প্রভৃতি গুণ সকল তাঁদের মধ্যে বিরাজিত। ঐ সকল দেবতা পরস্পর সম্বান্ধভাবহেতু ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টিতে অসমর্থ হয়ে ভগবানকে স্তব করলেন, "হে ভগবন, আমরা আপনার সুশীতল চরণ-ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করি। যে বেদশাস্ত্র অবলম্বনে লোকসমূহ আপনার পরমপদ অন্বেষণ করেন, সেই বেদ আপনার মুখপদ্ম, এবং লোকসকল যে গঙ্গাদেবীর আরাধনা করেন সেই গঙ্গা আপনার পাদপদ্ম হতে বিনিঃসৃত। বিষয়াভিনিবিষ্ট ব্যক্তিগণও শ্রবণ পূর্বিকা-ভক্তি দ্বারা তত্ত্ববিৎ হয়ে থাকেন। অক্ষজজ্ঞান যুক্ত ব্যক্তিগণ আপনার পরমকৃতার্থ ভক্তগণকে দেখতে পায় না। আপনার কথামৃতপানে রত পুরুষগণ ভক্তি দ্বারা সমৃদ্ধ হয়ে বৈকুণ্ঠে সেবা পরমানন্দ ও আনুষঙ্গিকভাবে জড়মুক্তিও লাভ করেন। কিন্তু জ্ঞান ও যোগাদিতে প্রয়াসশীল ব্যক্তি গণের কেবল ক্লেশলাভ ও আত্ম বিনাশ সার হয়। আমরা আপনার অধীন হয়েও পরস্পর বিরুদ্ধ স্বভাব হেতু আপনার ক্রীড়োকরণ ব্রহ্মাণ্ড নির্মাণ করতে অসমর্থ। আপনি সকলের আদ্যকারণ ও মহৎস্রষ্টা পুরুষ রূপে মায়াতে বীর্য আধান করেছেন। এখন যে কার্যের জন্য আমরা উদ্ভূত হয়েছি তা আদেশ করুন।"

১-৯: মৈত্রেয় ঋষির কাছে বিদুরের প্রশ্ন

📖 ৩.৫.১ — হরিদ্বার পৌঁছে মৈত্রেয় ঋষির নিকট বিদুরের প্রশ্ন বিদুর ও মৈত্রেয় ঋষির গুণাবলী –

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন- কুরুশ্রেষ্ঠ বিদুর যিনি ভগবদ্ভক্তিতে পূর্ণরূপে নিষ্ণাত ছিলেন, এইভাবে সুরধুনী গঙ্গার উৎসস্থলে (হরিদ্বার) পৌঁছে অগাধ জ্ঞানসম্পন্ন মহর্ষি মৈত্রেয়কে উপবিষ্ট অবস্থায় দর্শন করলেন। সৌম্যতায় পরিপূর্ণ এবং দিব্য গুণাবলীর প্রভাবে পরিতুষ্ট বিদুর তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন।

❁ তাৎপর্য বিচার –

অচ্যুতভাবসিদ্ধঃ

- অচ্যুত ভগবানের প্রতি অনন্য ভক্তির প্রভাবে বিদুর ইতিমধ্যেই সিদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছিলেন।
- ভগবান এবং জীব গুণগতভাবে এক, কিন্তু পরিমাণগতভাবে ভগবান যে কোন জীব থেকে অনেক অনেক গুণে মহত্তর। তিনি চিরকাল অচ্যুত, কিন্তু জীব মায়ার প্রভাবে অধঃপতিত হওয়ার প্রবণতাসম্পন্ন।
- বিদুর অচ্যুতভাব প্রাপ্ত হওয়ার প্রভাবে অথবা যথাযথভাবে ভগবদ্ভক্তিতে মগ্ন হওয়ার ফলে,ইতি মধ্যে সাধারণ বদ্ধ জীবের পতনোন্মুখ প্রবৃত্তি অতিক্রম করেছিলেন। জীবনের এই স্তরকে বলা হয় অচ্যুতভাবসিদ্ধ বা ভগবদ্ভক্তির প্রভাবে সিদ্ধিলাভ।

📖 ৩.৫.২ — বিদুরের প্রশ্নঃ- প্রকৃত সুখ লাভের জন্য কিভাবে জীবনযাপন করা কর্তব্য ? –

সুখায় কর্মাণি করোতি লোকো
ন তৈঃ সুখং বান্যদুপারমং বা।
বিন্দেত ভূয়স্তত এব দুঃখং
যদত্র যুক্তং ভগবান্ বদেন্নঃ ॥

বিদুর বললেন, হে মহর্ষি ! এই জগতে সকলেই জড় সুখভোগের জন্য সকাম কর্মে লিপ্ত হয়, কিন্তু তার ফলে তাদের জড় সুখও লাভ হয় না অথবা দুঃখেরও নিবৃত্তি হয় না, পক্ষান্তরে, তাদের অধিক থেকে অধিকতর দুঃখই লাভ হয়। তাই আপনি দয়া করে আমাদের বলুন, প্রকৃত সুখ লাভের জন্য কিভাবে আমাদের জীবনযাপন করা কর্তব্য।

☸ তাৎপর্য বিচার –

- **বিদুর কেন এমন প্রশ্ন করলেন ?** – বিদুর মৈত্রেয়কে কয়েকটি সাধারণ প্রশ্ন করেছিলেন, যেগুলি তাঁর প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল না। উদ্ধব বিদুরকে বলেছিলেন, মৈত্রেয় ঋষির কাছে গিয়ে ভগবানের নাম,যশ,গুণ, রূপ, লীলা, পরিকর ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে, এবং তাই মৈত্রেয়ের কাছে গিয়ে বিদুরের সেই প্রশ্নগুলি করা উচিত ছিল। কিন্তু তাঁর স্বাভাবিক নম্রতার বশে তিনি প্রথমেই ভগবানের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা না করে, সাধারণ মানুষের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়, সেই সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলেন।
- সাধারণ মানুষের পক্ষে ভগবানকে জানা সম্ভব নয়। তাকে প্রথমে মায়ার প্রভাবে আচ্ছন্ন তার প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে অবগত হতে হবে।
- এই সম্পর্কে একটি সুন্দর গান রয়েছে সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু অনলে পুড়িয়া গেল" - । "প্রকৃতির নিয়ম এমনই। সকলেই জড়জাগতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে সুখী হতে চায়, কিন্তু প্রকৃতির নিয়ম এতই নিষ্ঠুর যে, তার সেই সমস্ত পরিকল্পনা সে আগুন লাগিয়ে দেয়।

📖 ৩.৫.৩ — ভগবানের প্রতিনিধিরা কেন পরিভ্রমণ করেন ? –

জনস্য কৃষ্ণাদ্বিমুখস্য দৈবা-
দধর্মশীলস্য সুদুঃখিতস্য।
অনুগ্রহায়েহ চরন্তি নূনং
ভূতানি ভব্যানি জনার্দনস্য ॥

হে প্রভু ! বহিরঙ্গা শক্তির প্রভাবে কৃষ্ণ-বহির্মুখ, অধর্মপরায়ণ, অত্যন্ত দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তিদের অনুগ্রহ করবার জন্য পরোপকারী মহাপুরুষেরা ভগবানের প্রতিনিধিরূপে এই মর্ত্যলোকে পরিভ্রমণ করেন।

☸ তাৎপর্য বিচার –

- ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা ব্যতীত কারোরই অন্য আর কিছু করণীয় নেই।
- তাই ভগবানের প্রেমময়ী সেবা ব্যতীত অন্য যে কোন কার্যকলাপই ন্যূনাধিকরূপে পরমেশ্বর ভগবানের পরম ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিদ্রোহমূলক আচরণমাত্র।
- সমস্ত সকাম কর্ম, কল্পনাপ্রসূত দার্শনিক জ্ঞান এবং যোগ অনুশীলন ন্যূনাধিকরূপে ভগবানের অধীনতার বিরোধী, এবং যে সমস্ত জীব এই প্রকার বিদ্রোহাত্মক কার্যকলাপে যুক্ত হয়, তারাই ন্যূনাধিকরূপে ভগবানের অধীন জড়াপ্রকৃতির নিয়মের দ্বারা দণ্ডিত হয়-।

- মহান শুদ্ধ ভক্তগণ সর্বদাই অধঃপতিত জীবদের প্রতি কৃপাপরায়ণ এবং তাই তাঁরা বদ্ধ জীবদের প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সর্বত্র বিচরণ করেন।

📖 ৩.৫.৪ — অপ্রাকৃত ভগবদ্ভক্তি বিষয়ে উপদেশ দেয়ার জন্য মৈত্রেয় ঋষির নিকট বিদুরের অনুরোধ –

অতএব, হে সাধুশ্রেষ্ঠ! আপনি আমাদের সেই অপ্রাকৃত ভগবদ্ভক্তির বিষয়ে উপদেশ দান করুন, যার ফলে সকলের হৃদয়ে বিরাজমান পরমেশ্বর ভগবান সম্পূর্ণরূপে আরাধিত হয়ে, কৃপাপূর্বক অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে বেদ এবং পুরাণের প্রামাণিক আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান, যা তিনি কেবল তাঁর শুদ্ধ ভক্তদেরই দান করেন, তা যেন আমাদের কাছে প্রকাশ করেন।

❁ তাৎপর্য বিচার –

- ভক্তের প্রেমময়ী সেবায় সন্তুষ্ট হওয়ার ফলে ভগবান ভক্তকে দিব্যজ্ঞান দান করেন, ঠিক যেভাবে তিনি অর্জুন এবং উদ্ধবকে দান করেছিলেন। জ্ঞানী, যোগী এবং কর্মীরা এই রকম সরাসরিভাবে ভগবানের সহযোগীতা প্রত্যাশা করতে পারে না।
- **ভগবদ্ভক্তদের সাথে অন্যান্য অধ্যাত্মবাদীদের পার্থক্য** – ভগবদ্ভক্ত ব্যতীত অন্য সমস্ত অধ্যাত্মবাদীরা জীবাত্মা এবং পরমাত্মার মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করে না, কেননা তারা ভ্রান্তভাবে সিদ্ধান্ত করে যে, পরম চেতনা এবং স্বতন্ত্র জীবের চেতনা এক ও অভিন্ন। এই প্রকার ভ্রান্ত সিদ্ধান্তের ফলে অভক্তেরা হৃদয়ের অভ্যন্তর থেকে নির্দেশ প্রাপ্ত হওয়ার অযোগ্য হয়, এবং তাই তারা ভগবানের সাক্ষাৎ সাহায্য থেকে বঞ্চিত হয়। বহু জন্ম-জন্মান্তরের পর এই প্রকার অদ্বৈতবাদী যখন প্রকৃতিস্থ হয়ে জানতে পারে যে, ভগবান হচ্ছেন আরাধ্য এবং ভক্ত একই সময়ে ভগবান থেকে ভিন্ন এবং অভিন্ন, তখনই কেবল সে পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেবের শরণাগত হতে পারে।

📖 ৩.৫.৫ — ভগবান কিভাবে জগৎ সৃষ্টি এবং পালন করেন? –

হে মহর্ষি! সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র, নিস্পৃহ, ত্রিলোকের অধীশ্বর এবং সমস্ত শক্তির নিয়ন্তা পরমেশ্বর ভগবান কিভাবে অবতরণ করে এই জগৎ সৃষ্টি করেন এবং তা পালনের জন্য সকলের জীবিকা নির্বাহ করেন, আপনি দয়া করে তা বর্ণনা করুন।

❁ তাৎপর্য বিচার –

ভগবানের জগৎ সৃষ্টি

- শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান যাঁর থেকে সৃষ্টিকার্য সম্পাদনের নিমিত্ত তিন পুরুষাবতার কারণার্ণবশায়ী বিষ্ণু-, গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু এবং ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু প্রকাশিত হন।
- জড়াপ্রকৃতিকে স্বতন্ত্র বলে মনে করা ছাগলের গলস্তন থেকে দুধ পাওয়ার চেষ্টা করা-র মতো।
- ভগবান স্বতন্ত্র এবং নিস্পৃহ। আমরা যেমন আমাদের জাগতিক কামনাবাসনা চরিতার্থ করার জন্য আমাদের গৃহ নির্মাণ করি-, ভগবান কিন্তু সেইভাবে তাঁর নিজের সন্তুষ্টিবিধানের জন্য এই জড় জগৎ সৃষ্টি করেন না। প্রকৃতপক্ষে অনাদিকাল ধরে ভগবানের অপ্রাকৃত সেবা বিমুখ বদ্ধ-জীবদের মায়িক সুখভোগের জন্য এই জড় জগৎ সৃষ্টি হয়েছে।
- কিন্তু এই জগতের ব্রহ্মাণ্ডসমূহ স্বয়ং সম্পূর্ণ। এই জড় জগতের পালনের জন্য কোন কিছুর অভাব নেই।
- প্রকৃতপক্ষে এই জগতে যখনই কোন জীব আসে, তাঁর জীবনধারণের সমস্ত আয়োজনও ভগবান তৎক্ষণাৎ করে দেন।
- **এই জগতে যদি কোন কিছুর অভাব থেকে থাকে, তাহলে তা হচ্ছে ভগবৎ চেতনার অভাব, তা না হলে ভগবানের কৃপায় এই জগতে কোন কিছুরই অভাব নেই।**

📖 ৩.৫.৬ — ভগবানের স্বরূপ –

তিনি তাঁর হৃদয়াকাশে শয়ন করেন এবং এইভাবে সমস্ত সৃষ্টিকে সেই স্থানে স্থাপন করে তিনি বিভিন্ন যোনিতে প্রকাশিত বহু জীবরূপে নিজেকে বিস্তার করেন। তাঁকে তাঁর ভরণপোষণের জন্য কোন রকম প্রচেষ্টা করতে হয় না, কেননা তিনি সমস্ত যোগশক্তির অধীশ্বর এবং সব কিছুর অধিপতি। এইভাবে তিনি সমস্ত জীব থেকে পৃথক।

❁ তাৎপর্য বিচার –

সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে আপাত মতবিরোধ

- **শ্রীমদ্ভাগবতের বিভিন্ন অংশে বর্ণিত জগতের সৃষ্টি, স্থিতি এবং সংহার বিষয়ক প্রশ্ন সমূহ বিভিন্ন কল্প সম্বন্ধীয়, এবং তাই বিভিন্ন শিক্ষার্থীর সেই সম্বন্ধীয় প্রশ্নগুলিকে বিভিন্ন আচার্যেরা ভিন্ন ভিন্নভাবে উত্তর দিয়েছেন।**
- **সৃষ্টিতত্ত্ব এবং তার উপর ভগবানের নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে কোন মতবিরোধ নেই, তবুও কল্প ভেদে কখনও কখনও স্বল্প পার্থক্য হয়ে থাকে।**
- বিরাট আকাশ ভগবানের ভূতাত্মক শরীর, যাকে বলা হয় বিরাটরূপ, এবং সমগ্র জড় সৃষ্টি সেই আকাশে বা ভগবানের হৃদয়ে বিশ্রাম করছে। তাই জড় দৃষ্টিতে প্রকাশিত প্রথম ভৌতিক অভিব্যক্তি আকাশ থেকে শুরু করে ভূমি পর্যন্ত সবকিছুকে বলা হয় ব্রহ্ম। সর্বং খলিব্দং ব্রহ্ম ভগবান "- ব্যতীত আর কিছুই নেই এবং তিনি এক এবং অদ্বিতীয়।"

📖 ৩.৫.৭ — ভগবানের অমৃতময় চরিতাবলীর মাহাত্ম্য ও তা শ্রবণে বিদুরের আগ্রহ –

ব্রাহ্মণ, গাভী এবং দেবতাদের কল্যাণ সাধনের জন্য, যে ভগবান বিভিন্ন রূপে অবতরণ করেন, তাঁর অমৃতময় চরিতাবলী আপনি আমাদের কাছে দয়া করে বর্ণনা করুন। তাঁর অপ্রাকৃত কার্যকলাপ নিরন্তর শ্রবণ করা সত্ত্বেও আমাদের মন কখনও পূর্ণরূপে পরিতৃপ্ত হয় না।

❁ তাৎপর্য বিচার –

গাভী ও দেবতাদের রক্ষা (দ্বিজগোসুরাণাং ক্ষেমায়) –

- **দ্বিজ** — সভ্য মানুষ হচ্ছেন তিনি, যিনি দুবার জন্ম গ্রহণ করেছেন।
  - পিতা ও মাতার মিলনের ফলে মানুষের জন্ম হয়, কিন্তু সভ্য মানুষ গুরুদেবের সান্নিধ্যে আসার মাধ্যমে আর একবার জন্মগ্রহণ করে, যিনি তার প্রকৃত পিতা হন।
- মানব শরীরের পূর্ণ বিকাশের জন্য গাভীই হচ্ছে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ পশু।
- ভগবান মীন, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ আদি বহুরূপে অবতরণ করেন সভ্য মানুষ, গাভী ও দেবতাদের রক্ষা করার জন্য, কেননা এঁরা সকলে প্রগতিশীল আত্ম উপলবদ্ধির নিয়ন্ত্রিত জীবন বিকাশের জন্য সরাসরিভাবে দায়িত্বসম্পন্ন।

কৃষ্ণকথার সাথে জড় সাহিত্যের তুলনা (সুশ্লোকমৌলেশ্চরিতামৃতানি) –

- ভাল গল্প ও বর্ণনা শোনার প্রবণতা মানুষদের রয়েছে, তাই উন্নতিশীল প্রাণীদের রুচির পরিতৃপ্তির জন্য বাজারে বহু রকমের গ্রন্থ এবং পত্রপত্রিকা - পাওয়া যায়। কিন্তু সেইগুলি একবার পড়ার পরেই বাসি হয়ে যায়, এবং সেইগুলি আবার পড়ার কোন রকম উৎসাহ মানুষের থাকে না।
- কিন্তু ভগবদগীতা এবং শ্রীমদ্ভাগবতের মতো অপ্রাকৃত শাস্ত্রের সৌন্দর্য হচ্ছে যে, তা কখনও পুরানো হয় না। বিগত পাঁচ হাজার বছর ধরে পৃথিবীর সভ্য মানুষেরা সেইগুলি পাঠ করেছেন, এবং তা সত্ত্বেও সেইগুলি পুরানো হয়ে যায়নি।
- মৈত্রেয় ঋষির সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার পূর্বে বিদুর নিশ্চয়ই অনেক অনেকবার ভগবানের লীলাসমূহ শ্রবণ করেছিলেন, কিন্তু, তা সত্ত্বেও তিনি তা পুনরায় শুনতে চেয়েছিলেন, কেননা তা শ্রবণ করে তিনি কখনও তৃপ্ত হতে পারেননি। ভগবানের মহিমান্বিত লীলাসমূহের দিব্য প্রকৃতি এমনই।

📖 ৩.৫.৮ — ভগবানই সমস্ত গ্রহলোক বাসস্থান এবং তাদের রাজা ও শাসকদের সৃষ্টিকর্তা –

সমস্ত রাজাদের পরম রাজা বিভিন্ন গ্রহলোক এবং বাসস্থান নির্মাণ করেছেন, যেখানে জীব তাদের প্রবৃত্তি ও কর্ম অনুসারে অবস্থান করছে। ভগবানই সেই সমস্ত স্থানের রাজা এবং শাসকদের সৃষ্টি করেছেন।

❁ তাৎপর্য বিচার –

জীব সর্বগত

- এই গ্রহেও বিভিন্ন প্রকার মানুষদের বসবাসের জন্য বিভিন্ন প্রকার স্থান রয়েছে।
- আরবের মরুভূমিতে মানুষ রয়েছে, আবার হিমালয় পর্বতের উপত্যকাতেও মানুষ রয়েছে, যদিও এই দুটি স্থানের অধিবাসীরা পরস্পর থেকে ভিন্ন, তেমনই বিভিন্ন গ্রহলোক রয়েছে। পৃথিবীর নিচে পাতাললোক পর্যন্ত লোকসমূহে বিভিন্ন জীব রয়েছে-। কোন গ্রহই খালি নয়, যে কথা আধুনিক যুগের তথাকথিত বৈজ্ঞানিকেরা অনুমান করে।
- ভগবদগীতায় ভগবান বলেছেন যে, জীব হচ্ছে সর্বগত, অর্থাৎ জীব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিদ্যমান।
- জীবনের স্থিতির এই সমস্ত পরিকল্পনা পরমেশ্বর ভগবান করেছেন এবং বিদুর মৈত্রেয়ের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, সেই সম্বন্ধে বর্ণনা করতে যাতে তিনি অধিকতর জ্ঞানের আলোক প্রাপ্ত হতে পারেন।

🕮 ৩.৫.৯ — ভগবান কিভাবে বিভিন্ন জীবের স্বভাব কর্ম, রূপ আকৃতি এবং নাম সৃষ্টি করেছেন ? –

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! কৃপা করে আমাদের বলুন কিভাবে বিশ্বস্রষ্টা, স্বয়ংসম্পূর্ণ নারায়ণ বিভিন্ন জীবের স্বভাব, কর্ম, রূপ, আকৃতি এবং নাম সৃষ্টি করেছেন।

☸ তাৎপর্য বিচার –

- প্রতিটি জীবই জড়া প্রকৃতির গুণের অধীনে তার-স্বাভাবিক প্রবৃত্তিজাত পরিকল্পনার অধীন। তার কার্য প্রকৃতির তিনটি গুণের দ্বারা প্রকাশিত, তার রূপ ও দেহের গঠন তার কর্ম অনুসারে হয়, এবং তার নাম তার দেহের আকৃতি অনুসারে নির্ধারিত হয়ে থাকে।
- যেমন, উচ্চ বর্ণের মানুষেরা শুক্ল, এবং নিম্ন বর্ণের মানুষেরা কৃষ্ণ।
- **পুণ্যকর্মের** দ্বারা মানুষ শ্রেষ্ঠ ও প্রতিষ্ঠিত পরিবারে জন্মলাভ করে, এবং তার ফলে তার ঐশ্বর্য, বিদ্যা ও দেহের সৌন্দর্য লাভ হয়।
- **পাপকর্মের** পরিণাম স্বরূপ মানুষের দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ হয়, এবং তার ফলে অভাব অনটন চলতে থাকে, সে মূর্খ বা অশিক্ষিত হয় এবং কুৎসিত আকৃতি লাভ করে।
- বিদুর মৈত্রেয়কে অনুরোধ করেছিলেন, পরমেশ্বর ভগবান কর্তৃক সৃষ্ট জীবদের মধ্যে এই সমস্ত পার্থক্যগুলি বিশ্লেষণ করতে।

১০-১৬: কৃষ্ণ কথা শ্রবণে বিদুরের একান্ত আগ্রহ

🕮 ৩.৫.১০ — মানব সমাজের সামাজিক ও ঐতিহাসিক বৃত্তান্তের সাথে কৃষ্ণকথার পার্থক্য –

হে প্রভু! আমি ব্যাসদেবের মুখ থেকে মানবসমাজের উচ্চতর এবং নিম্নতর জাতির ধর্ম সম্বন্ধে বার বার শ্রবণ করেছি এবং এই সমস্ত অকিঞ্চিৎকর বিষয় শ্রবণ করে তৃপ্ত হয়েছি, কিন্তু কৃষ্ণকথামৃত পানে তৃপ্ত হইনি।

☸ তাৎপর্য বিচার –

কৃষ্ণকথার গুরুত্ব

- যেহেতু মানুষ সামাজিক ও ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত শুনতে অত্যন্ত উৎসাহী, তাই ব্যাসদেব পুরাণ ও মহাভারতের মতো গ্রন্থ রচনা করেছেন। এই সমস্ত গ্রন্থ জনসাধারণের পাঠ্য, এবং সেইগুলি সংকলিত হয়েছে জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ ভগবৎ বিস্মৃত জীবদের ভগবৎ চেতনা পুনরুজ্জীবিত করার উদ্দেশ্যে।
    - যেমন, মহাভারত হচ্ছে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের ইতিহাস-।
- কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, মহাভারতের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে ভগবদ্গীতা, যা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে পাঠককে আপনা থেকেই পড়তে হয়।
- যেহেতু পুরাণ, মহাভারত ইত্যাদি শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক প্রত্যক্ষ বর্ণনা যথেষ্টভাবে নেই, তাই তিনি তৃপ্ত হতে পারেননি এবং শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে আরও জানতে চেয়েছিলেন। কৃষ্ণকথা অপ্রাকৃত, এবং তা যতই শ্রবণ করা হোক না কেন, মানুষ কখনই তৃপ্ত পারে না।
- **দৃষ্টান্ত – অগ্নি যেমন ইন্ধন দহন করে তৃপ্ত হয় না**, তেমনই ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত কখনই কৃষ্ণ কথা শ্রবণ করে তৃপ্ত হতে পারে না।
- ঐতিহাসিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক ঘটনাবলী যখন শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়, তখন সেইগুলি চিন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয়। এইটিই হচ্ছে জড় বিষয়কে চিন্ময়ত্ব প্রদান করার পন্থা।
- **যদি সমস্ত জাগতিক কার্যকলাপ কৃষ্ণ কথায় সংযুক্ত হয়, তাহলে সমগ্র জগৎ বৈকুণ্ঠে পরিণত হতে পারে।**
- এই জগতে দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কৃষ্ণকথা বর্তমান সেইগুলি হচ্ছে ভগবদ্গীতা এবং শ্রীমদ্ভাগবত -। ভগবদ্গীতা কৃষ্ণকথা কেননা তা শ্রীকৃষ্ণের বাণী, আর শ্রীমদ্ভাগবত কৃষ্ণকথা কেননা তা শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক বর্ণনা।
- শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর সমস্ত অনুগামীদের উপদেশ দিয়েছেন,সারা পৃথিবী জুড়ে জাতিকরতে নির্বিশেষ সকলের কাছে কৃষ্ণকথা প্রচার-ধর্ম-, কেননা কৃষ্ণকথার অপ্রাকৃত প্রভাব সকলকে জড় জগতের কলুষ থেকে মুক্ত করতে পারে।

🕮 ৩.৫.১১ — কৃষ্ণকথার প্রভাব –

কস্ত্বপ্নুয়াত্তীর্থপদোহভিধানাৎ
সত্রেষু বঃ সূরিভিরীড্যমানাৎ।
যঃ কর্ণনাড়ীং পুরুষস্য যাতো
ভবপ্রদাং গেহরতিং ছিনত্তি ॥

যাঁর চরণকমল সমস্ত তীর্থস্থানের সমষ্টি এবং যিনি মহান ঋষিগণ ও ভক্তগণ কর্তৃক পূজিত, সেই পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা পর্যাপ্তরূপে শ্রবণ না করে, কে তৃপ্ত হতে পারে? এই সমস্ত বিষয় কেবল কর্ণরন্ধ্র দিয়ে প্রবেশ করার মাধ্যমে, যে কেউ ভববন্ধন ও পারিবারিক আসক্তি ছেদন করতে পারে।

☸ তাৎপর্য বিচার –

কৃষ্ণকথার গুরুত্ব

- 'কৃষ্ণকথা' এতই বীর্যবতী যে, তা মানুষের কর্ণরন্ধ্র দিয়ে কেবল প্রবেশ করার মাধ্যমেই মানুষকে তার পারিবারিক আসক্তির বন্ধন থেকে মুক্ত করতে পারে। পারিবারিক আসক্তি মায়ার মোহময় প্রভাব, এবং তা সমস্ত জড় কার্যকলাপের একমাত্র প্রেরণা।
- সেই সমস্ত মূর্খদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে তারা, যারা রজোগুণের প্রভাবে জনহিতকর কার্যকলাপে যুক্ত হয়।
- যারা ভ্রান্তিবশত এই নশ্বর দেহটিকে তাদের আত্মা বলে মনে করে এবং যারা এই দেহটির জন্য সামাজিক, রাজনৈতিক, লোকহিতৈষণা, পরার্থবাদ, স্বাদেশিকতা অথবা আন্তর্জাতিকতাবাদ নামে দেহ চেতনার ভ্রান্ত অজুহাত কার্য করে, তারা অবশ্যই একএকটি মূর্খ এবং বাস্তব ও অবাস্তবের - পার্থক্য সম্বন্ধে তাদের কোন ধারনা নেই। তাদের কেউ কেউ তম এবং রজোগুণের উর্ধ্বে সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত, কিন্তু জড় সত্ত্বগুণও সর্বদাই তম ও রজোগুণের দ্বারা কলুষিত। জড় সত্ত্বগুণ মানুষকে এই জ্ঞান দান করতে পারে যে, শরীর ও আত্মা ভিন্ন, এবং সত্ত্বগুণের দ্বারা প্রভাবিত ব্যক্তি দেহের থেকে আত্মার সঙ্গে অধিকতর সম্বন্ধযুক্ত। কিন্তু কলুষিত হওয়ার ফলে তারা আত্মার সবিশেষ রূপ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। তারা দেহাত্মবুদ্ধির স্তর অতিক্রম করলেও আত্মা সম্বন্ধে তাদের নির্বিশেষ ধারনার ফলে তারা জড়াপ্রকৃতির সত্ত্বগুণ অতিক্রম করতে পারে না-।
- যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা কৃষ্ণকথার দ্বারা আকৃষ্ট হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত জড় জগতের বন্ধন থেকে তারা মুক্ত হতে পারে না। **সারা জগতের সমস্ত মানুষদের জন্য কৃষ্ণকথাই একমাত্র ঔষুধ, কেননা তার ফলে মানুষ শুদ্ধ চেতনায় অধিষ্ঠিত হতে পারে, এবং জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে।** শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশ অনুসারে সারা পৃথিবী জুড়ে কৃষ্ণকথা প্রচার করাই সর্বশ্রেষ্ঠ পরোপকার, এবং বিচক্ষণ নরনারীরা-শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কর্তৃক প্রবর্তিত এই মহান আন্দোলনে যোগদান করতে পারেন।

📖 ৩.৫.১২ — মহাভারতে ব্যাসদেবের প্রকৃত অভিপ্রায় –

আপনার সখা মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস পূর্বেই তাঁর মহান রচনা মহাভারতে ভগবানের দিব্য গুণাবলীর বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাঁর প্রকৃত অভিপ্রায় ছিল জনসাধারণের অর্থ ও কাম বিষয়ক গ্রাম্য কথা শ্রবণ করার তীব্র প্রবণতার মাধ্যমে, তাদের মনোযোগকে কৃষ্ণকথার (ভগবদ্গীতা) প্রতি আকৃষ্ট করানো।

☸ তাৎপর্য বিচার –

বেদান্ত সূত্র

- **বেদান্ত সূত্র-কাদের জন্য?** – বেদান্ত সূত্র প্রণীত হয়েছে সেই সমস্ত মানুষদের-জন্য, যাঁরা জড় বিষয়ের তথাকথিত সুখে তিক্ততা আস্বাদন করেছেন। বেদান্তসূত্রের প্রথম সূত্রটি হচ্ছে অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা-, অর্থাৎ যাঁরা ইন্দ্রিয় উপভোগের বাজারে জড় বিষয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করার ব্যবসা সমাপ্ত করেছেন, তাঁরাই কেবল ব্রহ্ম সম্বন্ধে যথাযথভাবে অনুসন্ধান করতে পারেন।
- **বেদান্ত সূত্র-বোঝার উপায় কি ?** – বেদান্তসূত্রের প্রণেতা শ্রীমদ্ভাগবতে বিশ্লেষণ করেছেন-সূত্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য বেদান্ত-, এবং কেউ যদি শ্রীমদ্ভাগবতের সাহায্য ব্যতীত বেদান্তসূত্র বুঝতে চেষ্টা করে-, তাহলে সে অবশ্যই মস্তবড় ভুল করছে।
- অল্পবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষদের ভগবদ্গীতার মাধ্যমে পারমার্থিক উপলব্ধি লাভের সুযোগ দেওয়া ছাড়া শ্রীল ব্যাসদেবের জড় বিষয়ের ইতিহাস রচনা করার কোন উদ্দেশ্য ছিল না।

📖 ৩.৫.১৩ — কৃষ্ণকথা শ্রবণৌৎসুক্যের ফল –

সা শ্রদ্দধানস্য বিবর্ধমানা
বিরক্তিমন্যত্র করোতি পুংসঃ।
হরেঃ পদানুস্মৃতিনির্বৃতস্য
সমস্তদুঃখাপ্যয়মাশু ধত্তে ॥

যিনি নিরন্তর কৃষ্ণকথা শ্রবণ করতে উৎসুক, তিনি ক্রমশ অন্য সমস্ত বিষয়ের প্রতি বিরক্ত হয়ে পড়েন। যে ভক্ত নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ করার ফলে দিব্য আনন্দ আস্বাদন করেছেন, তাঁর সব রকম দুঃখ-কষ্ট অচিরেই পরাভূত হয়।

☸ তাৎপর্য বিচার –

- আমাদের অবশ্যই নিশ্চিতরূপে জানতে হবে যে, পরম স্তরে কৃষ্ণ কথা শ্রীকৃষ্ণ থেকে অভিন্ন।

- নিষ্ঠাবান ভক্ত যখন ভগবদ্গীতা পাঠ করেন, তখন তা ব্যক্তিগতভাবে ভগবানকে দর্শন করারই মতো।
- যারা অন্য কোন অভিপ্রায় নিয়ে ভগবদ্গীতার কৃত্রিম অর্থ বা ব্যাখ্যা নিঙড়ে বার করতে চায়, তারা শ্রদ্দধান-পুংসঃ (যে ব্যক্তি নির্মল হৃদয়ে কৃষ্ণকথা শুনতে উৎসুক) নন।

🕮 ৩.৫.১৪ — হরিকথায় বিমুখ ব্যক্তিদের শোচনীয়দেরও শোচনীয় ৩ প্রকার মানুষ –

হে মহর্ষি ! যে সমস্ত মানুষ তাদের পাপকর্মের ফলে হরিকথায় বিমুখ এবং তার ফলে মহাভারতের তাৎপর্য (ভগবদ্গীতা) সম্বন্ধে অজ্ঞ, তারা শোচনীয়দেরও শোচনীয়। তাদের জন্য আমিও শোক করি, কেননা আমি দেখছি কিভাবে তারা দার্শনিক বাকবিতণ্ডায় জীবনের লক্ষ্য সম্বন্ধে নানা রকম মতবাদ সৃষ্টি করে এবং বিভিন্ন প্রকার অর্থহীন আচার অনুষ্ঠানের অনুশীলন করে শাশ্বত কালের প্রভাবে তাদের আয়ু ক্ষয় করছে।

☸ তাৎপর্য বিচার –

- যারা তম এবং রজোগুণের দ্বারা প্রভাবিত তারা হয় ভগবৎ বিমুখ, নয়তো তাদের সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলির সরবরাহকারীরূপে ভগবানকে স্বীকার করে।
- সত্ত্বগুণের দ্বারা প্রভাবিত ব্যক্তিরা বিশ্বাস করে যে, পরমব্রহ্ম হচ্ছেন নির্বিশেষাতারা কৃষ্ণকথা শ্রবণাত্মক ভক্তিযোগের পন্থা স্বীকার করে, তবে জীবনের চরম লক্ষ্যরূপে নয়, লক্ষ্যে পৌঁছবার উপায়রূপে।
- তাদেরও উপরে রয়েছেন শুদ্ধ ভক্তেরা। তাঁরা জড় সত্ত্বগুণেরও উর্ধ্বে শুদ্ধ সত্ত্বে অবস্থিত। তাঁরা স্থির নিশ্চিতভাবে জানেন যে, ভগবানের নাম, রূপ, গুণ,যশ ইত্যাদি পরম স্তরে পরস্পর থেকে অভিন্ন।
- শোচনীয় নির্বিশেষবাদীরা রজ এবং তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত মানুষদের জন্য শোক করে, কিন্তু ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত তাদের উভয়ের জন্যই শোক করেন, কেননা তারা উভয়েই ইন্দ্রিয় সুখভোগের চেষ্টায় এবং মনোধর্মী জ্ঞানের প্রভাবে জীবনের চরম লক্ষ্য সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ সৃষ্টি করে তাদের দুর্লভ মনুষ্যজীবনের সবচাইতে মূল্যবান সময় নষ্ট করছে।

🕮 ৩.৫.১৫ — হরিকথার দুটি বৈশিষ্ট্য শর্ম দাতুঃ এবং কথাসু সারম্ –

তদস্য কৌষারব শর্মদাতু-
র্হরেঃ কথামেব কথাসু সারম্।
উদ্ধৃত্য পুষ্পেভ্য ইবার্তবন্ধো
শিবায় নঃ কীর্তয় তীর্থকীর্তেঃ ॥

হে আর্তবন্ধু মৈত্রেয়! ভ্রমর যেভাবে ফুল থেকে মধু আহরণ করে, তেমনই আপনিও সমস্ত কথার সারভূত পবিত্র কীর্তি শ্রীহরির কথাই সারা জগতের মঙ্গলের জন্য আমাদের কাছে কীর্তন করুন।

☸ তাৎপর্য বিচার –

- অবিশ্বাসী নাস্তিক এবং নির্বিশেষবাদী উভয়েই সমস্ত কথার সার যে কৃষ্ণকথা তা অস্বীকার করে, এবং তাই তারা হয় ইন্দ্রিয়তৃপ্তি অথবা মনোধর্মী জল্পনা-কল্পনার দ্বারা নানাভাবে আপেক্ষিক জগতের বিষয়ে যুক্ত থাকো।

🕮 ৩.৫.১৬ — ভগবানের অতিমানবীয় দিব্য লীলাবিলাসসমূহ –

এই বিশ্বের উৎপত্তি ও পালনের জন্য সর্বশক্তিসম্পন্ন হয়ে যিনি অবতরণ করেন, সেই পরম নিয়ন্তা, পরম পুরুষ ভগবানের অতিমানবীয় দিব্য লীলাবিলাসসমূহ আপনি দয়া করে বর্ণনা করুন।

☸ তাৎপর্য বিচার –

বিদুর নিঃসন্দেহে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাকথা শ্রবণ করতে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত ছিলেন, কিন্তু, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কিছু সময় পূর্বে এই দৃশ্যমান জগৎ থেকে অন্তর্হিত হওয়ার ফলে, তিনি অত্যন্ত ভাবাভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি তাই তাঁর পুরুষাবতারদের সম্বন্ধে শুনতে চেয়েছিলেন, যাঁরা তাঁদের সর্বশক্তিমত্তা প্রকাশ করে জড় জগতের সৃষ্টি ও পালন করেন। পুরুষাবতারদের কার্যকলাপ সর্বশক্তিমান ভগবানের কার্যের আংশিক বিস্তার মাত্র। বিদুর মৈত্রেয় ঋষিকে এই সংকেত দিয়েছিলেন, কেননা মৈত্রেয় স্থির করতে পারছিলেন না ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কোন কার্যকলাপের বর্ণনা তিনি করবেন।

১৭-২১: বিদুরের প্রতি মৈত্রেয় ঋষির সম্মান ও কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন

📖 ৩.৫.১৭ — মৈত্রেয় ঋষির উত্তর শুরু –

শুকদেব গোস্বামী বললেন- এইভাবে বিদুর কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে মহর্ষি মৈত্রেয় বিদুরকে বহু প্রশংসা করে সমস্ত মানুষের পরম মঙ্গলের জন্য বলতে শুরু করলেন।

☸ তাৎপর্য বিচার –

এখানে মহর্ষি মৈত্রেয়কে ভগবান বলা হয়েছে, কেননা তিনি জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতায় সমস্ত সাধারণ মানুষদের অতিক্রম করেছিলেন। এইভাবে জগতের সর্বাধিক কল্যাণকর সেবা বিষয়ে তাঁর নির্বাচনকে প্রামাণিক বলে বিবেচনা করা হয়েছে।

📖 ৩.৫.১৮ — মৈত্রেয় ঋষি কর্তৃক বিদুরের প্রশ্নের প্রশংসা –

শ্রীমৈত্রেয় বললেন- হে বিদুর! আপনার জয় হোক। আপনি আমার কাছে যে প্রশ্ন করেছেন তা নিখিল মঙ্গলের চরম প্রকাশ এবং এইভাবে আপনি সমগ্র জগৎ ও আমার প্রতি আপনার কৃপা প্রদর্শন করেছেন, কেননা আপনার মন সর্বদাই ভগবানের অপ্রাকৃত চিন্তায় মগ্ন থাকে।

☸ তাৎপর্য বিচার –

অধোক্ষজ শব্দটির অর্থ হচ্ছে জড় ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি অথবা জড় ইন্দ্রিয়ের অভিজ্ঞতার অতীত।

📖 ৩.৫.১৯ — বিদুরের মহান জন্ম –

হে বিদুর ! আপনি যে একান্তভাবে ভগবানকে লাভ করেছেন, তা মোটেই আশ্চর্যজনক নয়, কেননা আপনি মহর্ষি বেদব্যাসের বীর্য থেকে জন্মগ্রহণ করেছেন।

☸ তাৎপর্য বিচার –

জন্ম-নিয়ন্ত্রণ

- মানবজীবনের সংস্কার শুরু হয় যখন পিতা মাতৃগর্ভে তাঁর বীর্য প্রদান করেন। জীব তার কর্ম অনুসারে বিশেষ পিতার বীর্যে স্থাপিত হয় এবং বিদুর যেহেতু কোন সাধারণ জীব ছিলেন না, তাই তাঁকে ব্যাসদেবের বীর্য থেকে জন্মগ্রহণ করার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল।
- মানবজন্ম এক মহান বিজ্ঞান, তাই বৈদিক কর্মকাণ্ড অনুসারে, গর্ভধান-সংস্কার নামক গর্ভ উৎপাদনের সংস্কারটি সুসন্তান উৎপাদনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
- জন্ম নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে মানব সমাজের সমস্যার সমাধান হয় না; প্রকৃত সমাধান হচ্ছে বিদুর, ব্যাস ও মৈত্রেয়ের মতো সুসন্তান উৎপাদন করা। জন্ম সম্বন্ধে সব রকম পূর্বাহ্নিক সতর্কতা অবলম্বন করে যদি সুসন্তান উৎপাদন করা যায়, তাহলে জন্ম-নিয়ন্ত্রণ করার কোন প্রয়োজন হয় না। তথাকথিত জন্ম-নিয়ন্ত্রণ কেবল পাপই নয়, তা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থও।

📖 ৩.৫.২০ — বিদুরের পূর্বজন্ম –

আমি জানি যে, আপনি পূর্বজন্মে প্রজা সংহারক যম ছিলেন, মাণ্ডব্য মুনির অভিশাপে বিচিত্রবীর্যের ভার্যাস্বরূপ গৃহীতা দাসীর গর্ভে সত্যবতীপুত্র ব্যাসদেবের বীর্যে আপনি জন্মগ্রহণ করেছেন।

☸ তাৎপর্য বিচার –

- মৃত্যুর পর জীবের নিয়ন্ত্রকরূপে নিযুক্ত যমরাজ মাণ্ডব্য মুনিকে তাঁর শৈশবকালীন দুরাচারের জন্য শূল দ্বারা বিদ্ধ করার আদেশ দিয়েছিলেন। এই অনুচিত কঠোর দণ্ড দেওয়ার ফলে, মাণ্ডব্য মুনি যমরাজের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে, তাঁকে শুদ্র হওয়ার (অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন শ্রমিক শ্রেণীর সদস্য) অভিশাপ দেন।

📖 ৩.৫.২১ — বিদুরের প্রকৃত স্বরূপ- ভগবানের নিত্য পার্ষদ –

আপনি পরমেশ্বর ভগবানের নিত্য পার্ষদ এবং ভগবান তাঁর স্বধামে ফিরে যাওয়ার সময়, আপনার জন্য আমার কাছে নির্দেশ রেখে গিয়েছেন।

☸ তাৎপর্য বিচার –

- সাধারণত চিৎ জগতের নিত্য ভগবৎ পার্ষদেরা এই জড়জগতে আসেন না, তবে, কখনও কখনও ভগবানের নির্দেশে ভগবানের সঙ্গ করার জন্য অথবা ভগবানের বাণী মানবসমাজে প্রচার করার জন্য তাঁরা এই জগতে আসেন।
- তাঁরা কখনও কোন রকম প্রশাসনিক পদলাভ করার জন্য এখানে আসেন না। এই প্রকার প্রতিনিধিদের বলা হয় শক্ত্যাবেশ-অবতার, অর্থাৎ ভগবানের শক্তিতে আবিষ্ট হয়ে কোন বিশেষ কার্য সম্পাদনের জন্য যাঁরা এই জগতে অবতরণ করেন।

২২-৩৮: মৈত্রেয় ঋষি কর্তৃক সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণন

📖 ৩.৫.২২ — বিদুরের নিকট ভগবানের লীলা বর্ণনে মৈত্রেয় ঋষির প্রতিশ্রুতি -

তাই আমি আপনার কাছে ভগবান কিভাবে এই জগতের সৃষ্টি, পালন এবং সংহারের জন্য তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তি বিস্তার করে লীলাবিলাস করেন তা একে একে বর্ণনা করব।

📖 ৩.৫.২৩ — সৃষ্টির পূর্বে কেবল ভগবানই একমাত্র রূপে ছিলেন –

সমস্ত জীবের প্রভু পরমেশ্বর ভগবান অদ্বয়রূপে সৃষ্টির পূর্বে বিরাজমান ছিলেন। তাঁর ইচ্ছার প্রভাবেই কেবল সৃষ্টি সম্ভব হয় এবং পুনরায় সব কিছু তাঁর মধ্যে লীন হয়ে যায়। এই পরম আত্মা বিভিন্ন নামে উপলক্ষিত হন।

☸ তাৎপর্য বিচার –

চতুঃশ্লোকীর প্রথম শ্লোক

- মহর্ষি মৈত্রেয় এখানে শ্রীমদ্ভাগবতের মূল চারটি শ্লোকের ব্যাখ্যা আরম্ভ করেন। মায়াবাদীরা যদিও শ্রীমদ্ভাগবতে প্রবেশ করতে পারে না, তবুও কখনও কখনও তারা ভাগবতের মূল চারটি শ্লোকের কদর্থ করে কাল্পনিক ব্যাখ্যা করে, কিন্তু আমাদের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে এখানে মৈত্রেয় মুনি যে বাস্তবিক বিশ্লেষণটি করেছেন সেটি স্বীকার করা, কেননা তিনি উদ্ধবের সঙ্গে পরমেশ্বর ভগবানের কাছ থেকে সাক্ষাৎ তা শ্রবণ করেছিলেন।
- চতুঃশ্লোকী ভাগবতের প্রথম পঙ্‌ক্তিটি হচ্ছে অহমেবাসমেবাগ্রে। মায়াবাদী সম্প্রদায় এই অহম্ শব্দটির এমন একটি কদর্থ করে যার অর্থ সেই অর্থকারী ব্যতীত অন্য আর কেউ বুঝতে পারে না।
- এখানে অহম্ শব্দটির অর্থ বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে, পরমেশ্বর ভগবান ব্যষ্টি জীবাত্মা নয়। সৃষ্টির পূর্বে কেবল ভগবান ছিলেন; তখন তাঁর পুরুষাবতারেরা ছিলেন না এবং অবশ্যই জীবেরা ছিল না, এবং জগৎকে প্রভাবিত করে যে জড়া শক্তি তাও ছিল না। পুরুষাবতারেরা এবং ভগবানের বিভিন্ন শক্তি তখন ভগবানেই লীন ছিল।
- তিনি হচ্ছেন সূর্য মণ্ডলের মতো, এবং জীবেরা হচ্ছে সেই সূর্যের এক-একটি রশ্মির মতো।
- সৃষ্টির পূর্বে ভগবানের অস্তিত্ব শ্রুতিতেও প্রতিপন্ন হয়েছে- বাসুদেবো বা ইদং অগ্র আসীৎ ন ব্রহ্মা ন চ শঙ্করঃ, একো বৈ নারায়ণ আসীন্ ন ব্রহ্মা নেশানাঃ।
- বৈকুণ্ঠলোকের বৈচিত্র্য ভগবানের সঙ্গে এক, ঠিক যেমন সৈনিকদের বৈচিত্র্য রাজার সঙ্গে এক এবং অভিন্ন।

📖 ৩.৫.২৪ — ভগবান নিজেকে অপূর্ণ বলে অনুভব করেছিলেন –

সব কিছুর একচ্ছত্র অধীশ্বর পরমেশ্বর ভগবান ছিলেন একমাত্র দ্রষ্টা। সেই সময় জড় জগৎ ছিল না এবং তাই তিনি তাঁর অংশ এবং বিভিন্নাংশ ব্যতীত নিজেকে অপূর্ণ বলে অনুভব করেছিলেন। বহিরঙ্গা প্রকৃতি তখন সুপ্ত অবস্থায় ছিল, যদিও তাঁর অন্তরঙ্গা প্রকৃতি তখন প্রকাশিত ছিল।

☸ তাৎপর্য বিচার –

সমগ্র সৃষ্টি প্রক্রিয়ার মূল লক্ষ্য

- ভগবান হচ্ছেন পরম দ্রষ্টা কেননা তাঁর দৃষ্টিপাতের ফলে জড় জগৎকে প্রকাশ করার জন্য জড়া-প্রকৃতি সক্রিয় হয়। তখন দ্রষ্টা ছিলেন, কিন্তু বহিরঙ্গা প্রকৃতি, যার প্রতি ভগবান দৃষ্টিপাত করেন তা উপস্থিত ছিল না।
- পত্নীর অনুপস্থিতিতে পতি যেমন নিঃসঙ্গ বোধ করেন, ভগবানও অনেকটা তেমন অপূর্ণতা অনুভব করেছিলেন। এটি অবশ্য একটি কাব্যিক উপমা।
- ভগবান এতই কৃপাময় যে, এই প্রকার জগতের অনুপস্থিতিতে তিনি নিজেকে অপূর্ণ বলে অনুভব করেন, এবং তার ফলে সৃষ্টিকার্য সাধিত হয়।
- যদিও অন্তরঙ্গা শক্তি প্রকাশিত ছিল, কিন্তু বহিরঙ্গা শক্তি যেন সুপ্ত অবস্থায় ছিল, এবং ভগবান তাঁকে জাগরিত করে সক্রিয় করতে চেয়েছিলেন, ঠিক যেমন পতি আনন্দ উপভোগ করার জন্য তার পত্নীকে সুপ্ত অবস্থা থেকে জাগরিত করে।

- সমগ্র প্রক্রিয়াটির লক্ষ্য হচ্ছে সুপ্ত বদ্ধ জীবদের চিন্ময় চেতনায় জাগরিত করা, যার ফলে তারা বৈকুণ্ঠলোকের নিত্যমুক্ত জীবদের মতো পূর্ণতা প্রাপ্ত হতে পারে।
- ভগবান যেহেতু সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, তিনি চান যে, তাঁর বিভিন্ন শক্তির প্রতিটি অবিচ্ছেদ্য অংশ যেন তাঁর পরমানন্দপূর্ণ রসে অংশগ্রহণ করতে পারে, কেননা তাঁর সচ্চিদানন্দময় রাসলীলায় অংশগ্রহণ করাই হচ্ছে জীবনের সর্বোচ্চ অবস্থা।

📖 ৩.৫.২৫ — বহিরঙ্গা মায়াশক্তির পরিচয় –

ভগবান হচ্ছেন দ্রষ্টা এবং বহিরঙ্গা শক্তি হচ্ছে দৃশ্য, যা জড় সৃষ্টির কারণ এবং কার্য উভয়রূপে ক্রিয়াশীল হয়। হে মহাসৌভাগ্যবান বিদুর ! এই বহিরঙ্গা শক্তি মায়া নামে পরিচিত এবং তার মাধ্যমেই কেবল সমগ্র জড় সৃষ্টি সম্ভব হয়।

☸ তাৎপর্য বিচার –

- মায়া নামক অপরা প্রকৃতি – সৃষ্টির উপাদান ও নিমিত্ত কারণ।
- **ভগবান** – সমস্ত কার্যকলাপের চেতনা। (একটি শরীরে সমস্ত শক্তির উৎস হচ্ছে চেতনা)

📖 ৩.৫.২৬ — পুরুষাবতাররূপে ভগবানের জড়া প্রকৃতিতে গর্ভাধান –

পরমেশ্বর ভগবান পুরুষাবতার রূপে নিজেকে বিস্তার করে ত্রিগুণাত্মিকা জড়া প্রকৃতিতে গর্ভাধান করেন এবং তার ফলে নিত্যকালের প্রভাবে জীবসমূহ আবির্ভূত হয়।

☸ তাৎপর্য বিচার –

- **শিক্ষা** – আমাদের মৈথুনের ধারণার ভিত্তিতে ভগবানের এই গর্ভাধান প্রক্রিয়াটি বোঝার চেষ্টা করা উচিত নয়।
- **সিদ্ধান্ত** – চেতন জীব এই জগতে পরদেশী, তাই ভগবানের পরা প্রকৃতিতে অধিষ্টিত না হলে, সে এই জগতে সুখী হতে পারে না।

📖 ৩.৫.২৭ — মহত্তত্ত্বের আবির্ভাব –

তারপর কালের প্রতিক্রিয়ার প্রভাবে মহত্তত্ত্ব আবির্ভূত হয়েছিল এবং এই বিশুদ্ধ সত্ত্বস্বরূপ মহত্তত্ত্বে ভগবান তাঁর স্বীয় শরীর থেকে ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশকারী বীজ বপন করেছিলেন।

☸ তাৎপর্য বিচার –

মহত্তত্ত্ব কি ? (তাৎপর্য ২৭, ২৮)

- কালের প্রভাবে, জড়া-প্রকৃতির গর্ভ সঞ্চারিত হলে প্রথমে তা মহত্তত্ত্বরূপে প্রকাশিত হয়েছিল। সব কিছুই যথাসময়ে ফলপ্রসূ হয়, এবং তাই এখানে কালচোদিতাৎ বা 'কালের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

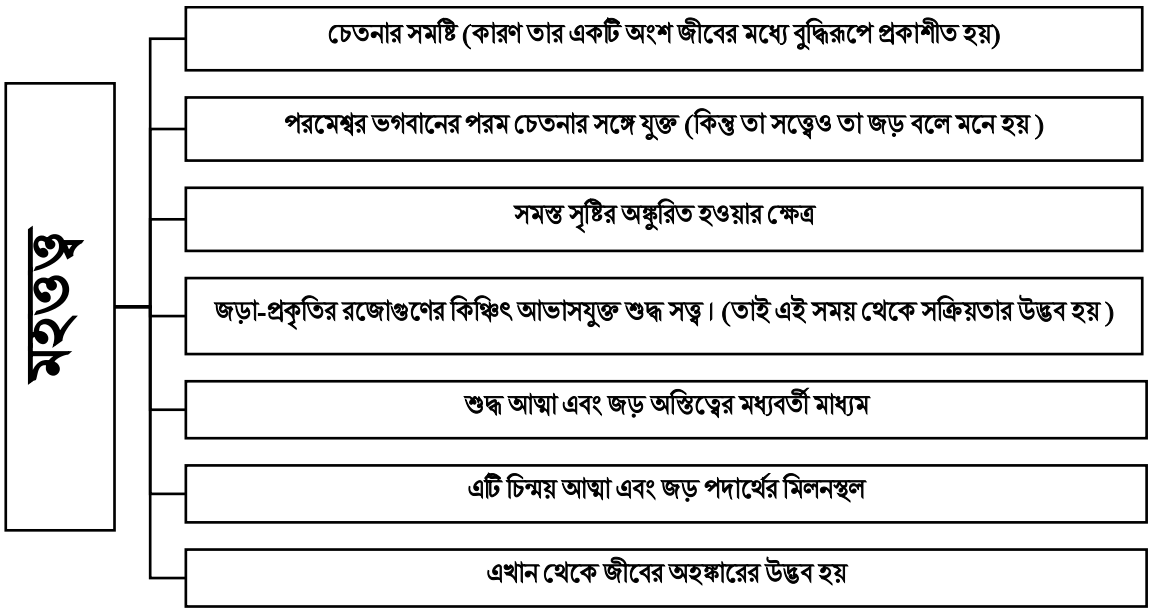

🕮 ৩.৫.২৮ — মহত্তত্ত্ব থেকে অহঙ্কারের উৎপত্তি –

তারপর ভাবী জীবদের উৎসরূপে মহতত্ত্ব বিভিন্নরূপে রূপান্তরিত হয়েছিল। মহত্তত্ত্ব তমোগুণ প্রধান এবং তার থেকে অহঙ্কারের উদ্ভব হয়। এটি সৃষ্টিতত্ত্বের চেতনা সমন্বিত এবং ফলপ্রসূ হওয়ার কাল সমন্বিত পরমেশ্বর ভগবানের একটি অংশ।

☸ তাৎপর্য বিচার –

✍ **সিদ্ধান্ত** — জীবের অহংকারই জীবকে জড়জগতে বেঁধে রাখার শক্তি।

🕮 ৩.৫.২৯ — অহঙ্কারের তিনটি পর্বে প্রকাশ –

মহত্তত্ত্ব বা মহান কারণিক সত্য অহঙ্কারে রূপান্তরিত হয়, যা কারণ, কার্য এবং কর্তা এই তিন পর্বে প্রকাশিত হয়। এই সমস্ত কার্যকলাপ মানসিক স্তরে সম্পাদিত হয় এবং এগুলির ভিত্তি হচ্ছে পঞ্চ মহাভূত, স্থূল ইন্দ্রিয়সমূহ ও মানসিক জল্পনা-কল্পনা। সত্ত্ব, রজ এবং তম এই তিনটি গুণে অহঙ্কার প্রকাশিত হয়।

☸ তাৎপর্য বিচার –

✍ **সিদ্ধান্ত** — অহঙ্কারই শুদ্ধ জীবের বদ্ধাবস্থার কারণ।

🕮 ৩.৫.৩০ — অহঙ্কার + সত্ত্বগুণ → মন + দেবতা

সত্ত্বগুণের সঙ্গে প্রতিক্রিয়ার ফলে অহঙ্কার মনে রূপান্তরিত হয়। যে সমস্ত দেবতারা প্রকাশ্যমান জগতের নিয়ন্ত্রণ করেন তাঁরাও সেই একই তত্ত্ব থেকে, অর্থাৎ অহঙ্কার এবং সত্ত্বগুণের প্রতিক্রিয়া থেকে উৎপন্ন হয়েছেন।

🕮 ৩.৫.৩১ — অহঙ্কার + রজোগুণ → ইন্দ্রিয় (জল্পনা-কল্পনা ভিত্তিক দার্শনিক জ্ঞান + সকাম কর্ম)

ইন্দ্রিয়গুলি নিশ্চিতভাবে রাজস অহঙ্কার থেকে উদ্ভূত। আর তাই, জল্পনা-কল্পনা ভিত্তিক দার্শনিক জ্ঞান এবং সকাম কর্ম প্রধানত রজোগুণ থেকেই উৎপন্ন হয়।

☸ তাৎপর্য বিচার –

সিদ্ধান্ত —

✍ অহঙ্কারের প্রধান কার্য হচ্ছে নিরীশ্বরতা।

✍ অহঙ্কারের এই বন্ধন থেকে মুক্ত হবার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে সবরকমের দার্শনিক অনুমানের অভ্যাস পরিত্যাগ করা।

🕮 ৩.৫.৩২ — অহঙ্কার + তমগুণ → তন্মাত্রসমূহ ;

শব্দ → আকাশ

আকাশ শব্দের পরিণাম এবং শব্দ তামসিক অহঙ্কারের রূপান্তর। অর্থাৎ আকাশ পরমাত্মার প্রতীকাত্মক প্রতিনিধি।

মনে করি, 'ক' = ভগবানের ইক্ষণ + কাল + বহিরঙ্গা প্রকৃতি

🕮 ৩.৫.৩৩ — আকাশ + 'ক' → স্পর্শ → বায়ু (গুণসমূহ – স্পর্শ ও শব্দ)

তারপর পরমেশ্বর ভগবান আকাশের প্রতি ঈক্ষণ করেন, যা শাশ্বত কাল এবং বহিরঙ্গা শক্তির আংশিক মিশ্রণ এবং তার ফলে স্পর্শ অনুভূতির বিকাশ হয়, যার থেকে আকাশে বায়ুর উদ্ভব হয়।

☸ তাৎপর্য বিচার –

✍ **অনুধাবন** — সমগ্র জড় সৃষ্টি সূক্ষ্ম থেকে স্থূল রূপ গ্রহণ করে।

🕮 ৩.৫.৩৪ — বায়ু + আকাশ + 'ক' → রূপ → অগ্নি (গুণসমূহ – রূপ, স্পর্শ ও শব্দ)

তারপর অত্যন্ত শক্তিশালী বায়ু আকাশের সঙ্গে বিকার প্রাপ্ত হয়ে রূপতন্মাত্র সৃষ্টি করেছে এবং রূপতন্মাত্র থেকে ভুবন প্রকাশক জ্যোতি সৃষ্টি হয়েছে।

🕮 ৩.৫.৩৫ — অগ্নি + বায়ু + ‘ক’ → রস → জল (গুণসমূহ – রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ)

সেই জ্যোতি যখন বায়ুর সঙ্গে মিলিত হয় এবং পরমেশ্বর ভগবানের দৃষ্টির বিষয়ীভূত হয়, তখন কাল ও মায়ার অংশযোগে রসতন্মাত্র এবং জলের উৎপত্তি হয়।

🕮 ৩.৫.৩৬ — জল + অগ্নি + ‘ক’ → গন্ধ → মাটি (গুণসমূহ – গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ)

তারপর জ্যোতি থেকে উদ্ভূত জল ভগবানের দৃষ্টিগোচর হয় এবং তাতে কাল ও মায়ার সহযোগে গন্ধ গুণাত্মিকা পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছিল।

☸ তাৎপর্য বিচার –

- **অনুধাবন** – উপরোক্ত শ্লোকগুলিতে ভৌতিক উপাদানের বর্ণনা থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, সংযোজন এবং পরিবর্তনের সমস্ত স্তরেই ভগবানের দৃষ্টিপাত আবশ্যক। প্রত্যেক রূপান্তরে ভগবানের দৃষ্টিপাত হচ্ছে অন্তিম পূর্ণতা প্রদানকারী স্পর্শ। (দৃষ্টান্ত – চিত্রকারের রঙের সংমিশ্রণ)
- **সিদ্ধান্ত** – যখন একটি উপাদানের সাথে অন্য উপাদানের মিশ্রণ হয়, তখন তাতে গুণের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

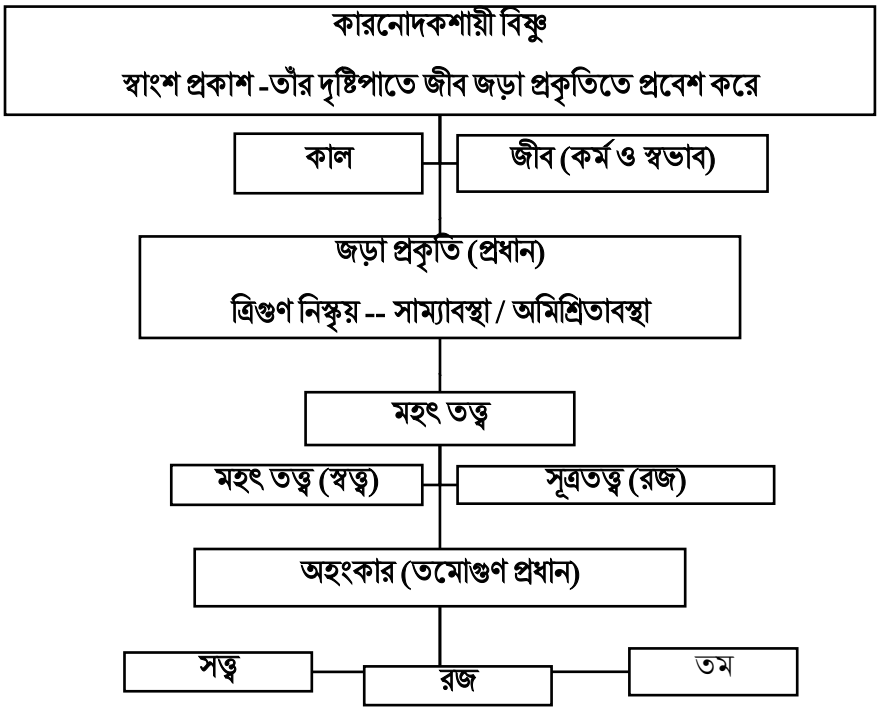

ইন্দ্রিয়	দেবতা
কর্ণ	দিক দেবতাগণ
চক্ষু	সূর্য
চর্ম	বায়ু
নাসিকা	অশ্বিনীকুমারদ্বয়
জিহ্বা	বরুন

হাত	ইন্দ্র
পদ	উপেন্দ্র
বাক	অগ্নি
পায়ু	মিত্র
উপস্থ	প্রজাপতি

📖 ৩.৫.৩৭ — পরমেশ্বর ভগবানের দৃষ্টিপাতই মূল কারণ –

হে সজ্জন পুরুষ, সমস্ত ভৌতিক উপাদানসমূহ, আকাশ থেকে মাটি পর্যন্ত সব কটি ভৌতিক উপাদানে প্রকাশিত হয় কেবল পরমেশ্বর ভগবানের দৃষ্টিপাতরূপ অন্তিম স্পর্শের ফলে।

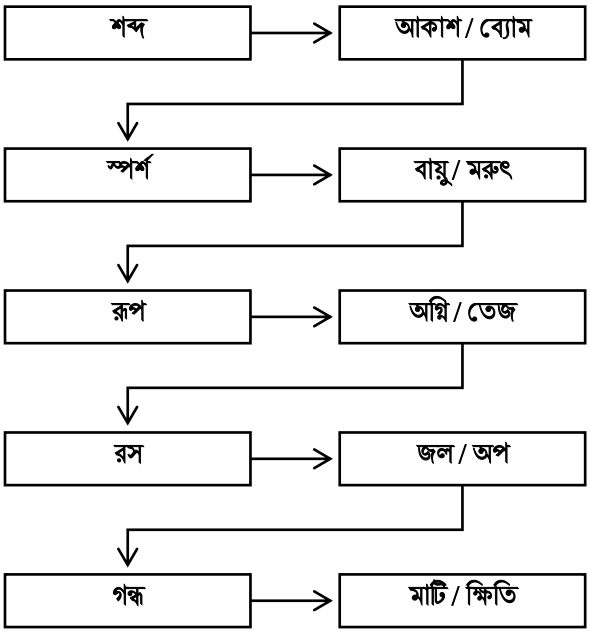

📖 ৩.৫.৩৮ — ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন কার্যকলাপের দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং ভৌতিক উপাদানগুলির নিয়ন্ত্রণকারী দেবতাগণের ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা –

উল্লিখিত ভৌতিক উপাদানগুলির নিয়ন্ত্রণকারী দেবতারা ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শক্ত্যাবিষ্ট কলা। তাঁরা বহিরঙ্গা শক্তির অধীন শাশ্বত কালের প্রভাবে দেহ ধারণ করেন এবং তাঁরা তাঁর বিভিন্ন অংশ। তাঁদের উপর ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন কার্যকলাপের ভার অর্পণ করা হয়েছিল এবং সেগুলি সম্পাদন করতে অক্ষম হয়ে তাঁরা কৃতাঞ্জলিপুটে পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে মনোমুগ্ধকর প্রার্থনা নিবেদন করেছিলেন।

☸ তাৎপর্য বিচার –

দেবতা ও ভক্ত

সিদ্ধান্ত –

- দেবতারা → নিয়ন্ত্রক। জীব → নিয়ন্ত্রক।
- নিয়ন্ত্রিত জীবদের কখনও দেবতাদের উপেক্ষা করা উচিত নয়। তাঁরা সকলেই হচ্ছেন বিশ্বের বিভিন্ন ব্যাবস্থাপনার কার্যে নিযুক্ত ভগবানের মহান ভক্ত। (যেমন, যমরাজের প্রশংসাবিহীন কার্য পাপীদের দণ্ডদান, কিন্তু তিনি ভগবানের মহান ভক্ত। অন্য দেবতারাও তাই।)
- ভক্ত কখনও ঐ সমস্ত দেবতাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হন না, কিন্তু তবুও ভক্ত দেবতাদের শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন (যেহেতু দেবতারা ভগবান কর্তৃক নিযুক্ত)।
- একই সাথে ভক্ত কখনও দেবতাদেরকে মূর্খের মতো ভগবান বলেও ভুল করেন না।

ভগবানের সমদর্শীতা

- **সিদ্ধান্ত** – ভগবান সকলের প্রতি সমদর্শী, ঠিক প্রবহমান গঙ্গার মতো।
  - **দৃষ্টান্ত** – গঙ্গার তটবর্তী হলেও আমগাছ ও নিমগাছের মধ্যে পার্থক্য
  - এর কারণ পূর্বকৃত কর্ম।

৩৯-৫১: ভগবানের প্রতি দেবতাদের প্রার্থনা নিবেদন

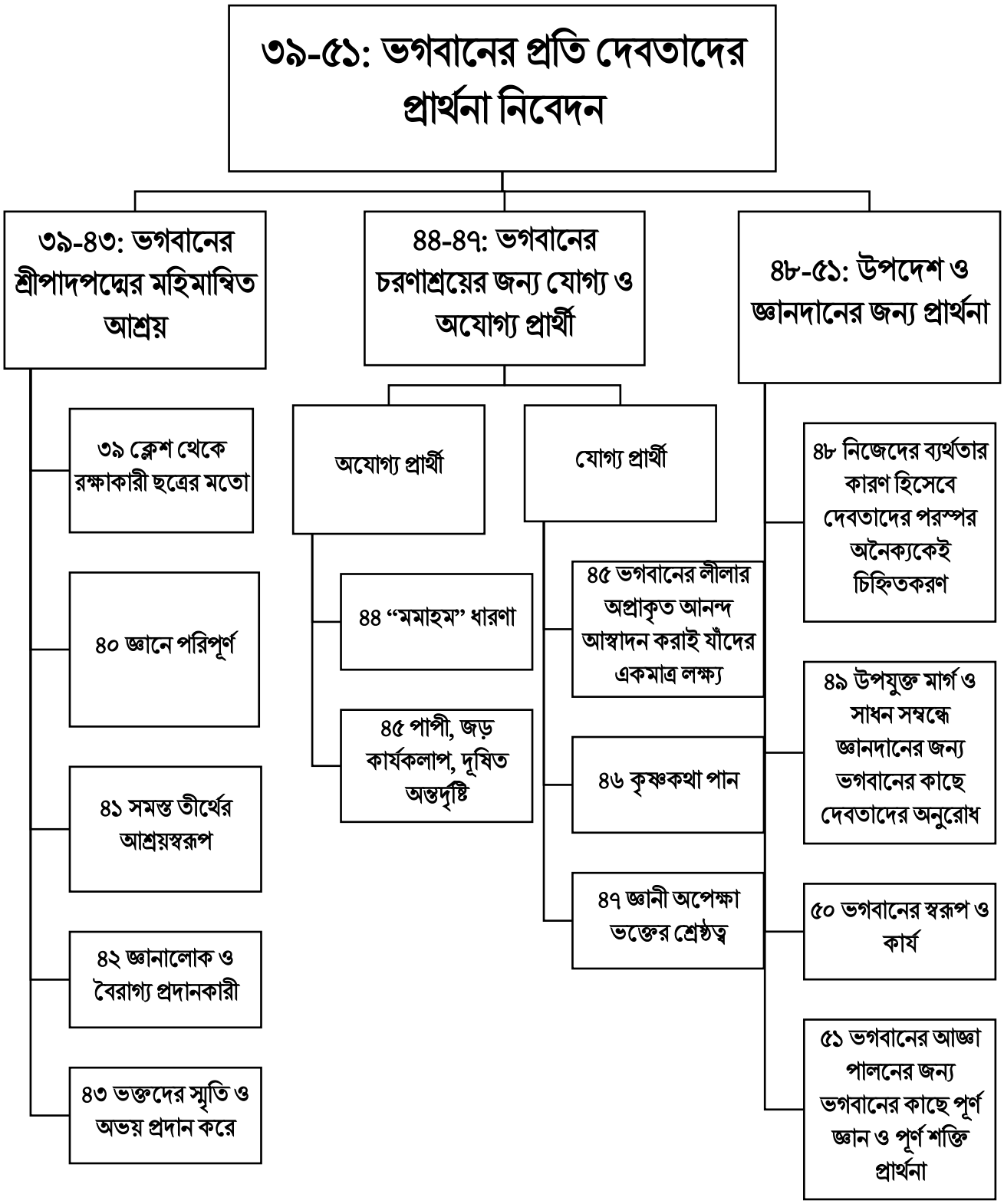

🕮 ৩.৫.৩৯ — ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম – ক্লেশ থেকে রক্ষাকারী ছত্রের মতো –

নমাম তে দেব পদারবিন্দং
প্রপন্নতাপোপশমাতপত্রম্।
যন্মূলকেতা যতয়োঽঞ্জসোরু-
সংসারদুঃখং বহিরুৎক্ষিপন্তি ॥

দেবতারা বললেন- হে ভগবান! আপনার চরণারবিন্দ শরণাগত জীবেদের কাছে একটি ছত্রের মতো, যা তাঁদের সংসারের সমস্ত ক্লেশ থেকে রক্ষা করে। সেই আশ্রয়ে আশ্রিত মহর্ষিগণ সমস্ত জড়জাগতিক ক্লেশ দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেন। তাই আমরা আপনার শ্রীপাদপদ্মে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

❁ তাৎপর্য বিচার –

✍ **সিদ্ধান্ত** – জাগতিক ক্লেশ থেকে মুক্ত হবার প্রয়াসে ব্রতী দু শ্রেণীর ব্যক্তি

- ভক্ত (ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন)। তাঁরা অনায়াসে সফল হন।
- অন্যসব পরমার্থবাদী (তাদের পন্থা ক্লেশদায়ক)।
    - ❁ শ্রীল প্রভুপাদ মূলত নিম্নোক্ত শ্লোকগুলির মর্মানুবাদ এই তাৎপর্যে উদ্ধৃত করেছেন ...
        - ক্লেশোধিকতরস্তেষাম্ ... গীতা ১২.৫
        - শ্রেয়ঃ সৃতিম্ ভক্তিমুদস্যতে বিভো ... শ্রীঃভাঃ ১০.১৪.৪
        - যেঽন্যেরহবিন্দাক্ষ বিমুক্ত মানিনস্ ... শ্রীঃভাঃ ১০.২.৩২

✍ **অনুধাবন** – এইটি দেবতাদের অভিমত, যাঁরা কেবল বৈদিক জ্ঞানে পারদর্শীই নন, অধিকিন্তু অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ দ্রষ্টাও। তাই তাঁদের অভিমতও অত্যন্ত মূল্যবান।

🕮 ৩.৫.৪০ — ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম – জ্ঞানে পরিপূর্ণ –

হে পিতা, হে প্রভু, হে পরমেশ্বর ভগবান! এই জড় জগতে জীবেরা কখনও সুখী হতে পারে না, কেননা তারা ত্রিতাপ দুঃখের দ্বারা অভিভূত। তাই তারা আপনার জ্ঞানে পরিপূর্ণ শ্রীপাদপদ্মের ছায়ার আশ্রয় গ্রহণ করে। আমরাও সেই শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করি।

❁ তাৎপর্য বিচার –

✍ **সিদ্ধান্ত** – ভগবদ্ভক্তির পন্থা ভাবুকতাপূর্ণ অথবা লৌকিক নয়। এটি একটি বাস্তব পন্থা যার দ্বারা জীবাত্মা ত্রিতাপ ক্লেশ থেকে মুক্ত হয়ে দিব্য আনন্দ লাভ করতে পারে।

✍ **অনুধাবন** – যথার্থ জ্ঞান ব্যতীত যে জড় জগতের দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্ত হওয়া যায় না, সেই কথা নিঃসন্দেহে সত্য। কিন্তু ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম যেহেতু দিব্যজ্ঞানে পূর্ণ, তাই তাঁর শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করা হলে সেই প্রয়োজনটি পূর্ণ হয়ে যায়।

- **প্রমাণ** – বাসুদেবে ভগবতি ... শ্রীঃ ভাঃ ১.২.৭।
- তেষাং সততযুক্তানাং ... গীতা ১০.১০।

🕮 ৩.৫.৪১ — ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম – সমস্ত তীর্থের আশ্রয়স্বরূপ –

মার্গন্তি যত্তে মুখপদ্মনীড়ৈ-
শ্ছন্দঃসুপর্ণ্যৃর্ষেয়ো বিবিক্তে।
যস্যাঘমর্ষোদসরিদ্বরায়াঃ
পদং পদং তীর্থপদঃ প্রপন্নাঃ ॥

ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম সমস্ত তীর্থের আশ্রয়স্বরূপ। নির্মল চিত্ত মহর্ষিরা বেদরূপী পাখার দ্বারা বাহিত হয়ে নিরন্তর আপনার মুখকমলরূপে নীড়ের আশ্রয় অন্বেষণ করেন। তাঁদের কেউ কেউ পাপনাশিনী সরিৎশ্রেষ্ঠা গঙ্গার শরণ গ্রহণ করার মাধ্যমে প্রতিপদে আপনার শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ করেন।

❁ তাৎপর্য বিচার –

- পদ্মের পাপড়িতে নীড় রচনাকারী রাজহংসদের সাথে পরমহংসদের তুলনা। (তাৎপর্যের ১ম অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।
- সারা ব্রহ্মাণ্ডজুড়ে সুরধনী গঙ্গার বিস্তার – ভগবানের কৃপার প্রকাশ। (তাৎপর্যের ২য় অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।
    - প্রমাণ – শ্রীপাদ শঙ্করাচার্যের উক্তি – (শ্রীল প্রভুপাদ এর মর্মানুবাদ উদ্ধৃত করেন)

      ভগবদ্গীতা কিঞ্চিদধীতা গঙ্গাজল লব কণিকা পীতা।
      সকৃদপি যেন মুরারি সমর্চা ক্রিয়তে তস্য যমেন ন চর্চা॥

📖 ৩.৫.৪২ — ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম – জ্ঞানালোক ও বৈরাগ্য প্রদানকারী –

শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে কেবল আপনার শ্রীপাদপদ্ম সম্বন্ধে শ্রবণ করার ফলে, এবং হৃদয়ে তার ধ্যান করার ফলে, মানুষ তৎক্ষণাৎ জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত হয় এবং বৈরাগ্যবলে শান্ত হয়। তাই, আমাদের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে আপনার শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ করা।

☸ তাৎপর্য বিচার –

সিদ্ধান্ত –

- আত্মতত্ত্ব জ্ঞানের অনুশীলন বিষয়াসক্তির প্রতি বৈরাগ্য উৎপাদন করে, এবং এই প্রকার বৈরাগ্য ব্যাতীত জ্ঞানের কোন অর্থ হয়না। জ্ঞানের পশ্চাতে বৈরাগ্যের উদয় হওয়া আবশ্যক।
- জড় সুখ উপভোগের ক্ষেত্রে সবচাইতে দৃঢ় আসক্তি হচ্ছে যৌনজীবন। যে ব্যক্তি এর প্রতি আসক্ত, বুঝতে হবে যে, সে অজ্ঞান।
- **ধীর** – যে ব্যক্তি বিচলিত হবার কারণ থাকা সত্ত্বেও বিচলিত হন না, তাকে বলা হয় ধীর।
    - **কিভাবে ধীর হওয়া যায়?** – শ্রদ্ধা সহকারে শ্রীভগবানের পাদপদ্মের ধ্যান করার সরল পন্থা অনুশীলনের মাধ্যমে।
    - **প্রমাণ** – শ্রীযামুনাচার্য বলেছেন, যদবধি মম চেতঃ কৃষ্ণপদারবিন্দে ... (শ্রীল প্রভুপাদ এর মর্মানুবাদ উদ্ধৃত করেন)।
- **সদ্‌গুরুর কাছে কৃষ্ণকথা শ্রবণ করার গুরুত্ব** – ভগবদ্ভক্তির প্রক্রিয়াটি হচ্ছে সদ্‌গুরুর কাছ থেকে দীক্ষা প্রাপ্ত হয়ে তাঁর নির্দেশ অনুসারে ভগবানের সম্বন্ধে শ্রবণ করা। এই প্রকার সদ্‌গুরু গ্রহণ করতে হয় নিয়মিতভাবে তাঁর কাছে ভগবানের কথা শ্রবণ করার মাধ্যমে।

📖 ৩.৫.৪৩ — ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম – ভক্তদের স্মৃতি ও অভয় প্রদান করে –

হে ভগবান! জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের জন্য আপনি অবতার গ্রহণ করেন, এবং তাই, আমরা আপনার শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ করি, কেননা তা সর্বদা আপনার ভক্তদের স্মৃতি ও অভয় প্রদান করে।

☸ তাৎপর্য বিচার –

- **সিদ্ধান্ত** – যাঁরা শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করেন, তাঁদের বলা হয় সুর বা দেবতা, আর যারা তাঁর আরাধনা করেন না, তাদের বলা হয় অসুর।

📖 ৩.৫.৪৪ — ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় লাভের অযোগ্য ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য – "মমাহম" ধারণা –

হে প্রভু! আত্মীয়স্বজনসহ তুচ্ছ দেহ-গেহাদিতে যাদের 'আমি' ও 'আমার' এই অবঞ্চিত বাসনা প্রবল, সেই সমস্ত মানুষদের দেহপুরে আপনি অন্তর্যামীরূপে অবস্থান করলেও যে পাদপদ্ম তাদের দুষ্প্রাপ্য, আমরা সেই পাদপদ্মকে ভজনা করি।

☸ তাৎপর্য বিচার –

- **সিদ্ধান্ত** – জড়াপ্রকৃতির উপর আধিপত্য করার প্রেরণা হচ্ছে 'আমি' ও 'আমার' ধারণা। অহং মম দর্শনের প্রতিবিম্ব ...
    - কিন্তু এর থেকে মুক্তির সহজ উপায় – কৃষ্ণকথা শ্রবণ করার সহজ উপায়টিকে স্বীকার করে নেয়া।
- **শিক্ষা** – তাই, সব রকম দুঃখ দুর্দশা থেকে মুক্তি লাভের জন্য সর্বতোভাবে কেবল কৃষ্ণকথা শ্রবণ করার শিক্ষাই মানুষকে দেয়া উচিত।

📖 ৩.৫.৪৫ — ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় লাভের ...

- **অযোগ্য ব্যক্তি – পাপী, জড় কার্যকলাপ, দূষিত অন্তর্দৃষ্টি**
- **যোগ্য ব্যক্তি – ভগবানের লীলার অপ্রাকৃত আনন্দ আস্বাদন করাই যাঁদের একমাত্র লক্ষ্য**

হে পরমেশ্বর ভগবান! যে সমস্ত পাপীদের অন্তর্দৃষ্টি বহিরঙ্গা জড়বাদী কার্যকলাপের ফলে অত্যন্ত দূষিত হয়েছে, তারা আপনার শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করতে পারে না, কিন্তু আপনার লীলার অপ্রাকৃত আনন্দ আস্বাদন করাই যাঁদের একমাত্র লক্ষ্য, সেই শুদ্ধ ভক্তেরা আপনার শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করেন।

☸ তাৎপর্য বিচার –

- **সিদ্ধান্ত** – বহির্মুখী জড় কার্যকলাপের ফলে জীবের অন্তর্দৃষ্টি দূষিত হয়।
    - **অনুধাবন** – গীতা ১৮.৬১ অনুসারে ভগবান সকলের হৃদয়ে বিরাজ করায়, অন্তত নিজের অন্তরে ভগবানকে দর্শন করা প্রত্যেক মানুষের জন্য স্বাভাবিক হওয়া উচিত। কিন্তু বহিরঙ্গা কার্যকলাপের দ্বারা দূষিত অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিদের পক্ষে তা সম্ভব নয়।
- সবচাইতে গর্হিত অপরাধ হচ্ছে ব্যষ্টি আত্মা থেকে ভগবানের পৃথক অস্তিত্ব অস্বীকার করা, অথবা ভগবান ও ব্যষ্টি আত্মাকে এক ও অভিন্ন বলে মনে করা।
- অপরাধীরা ভগবদ্ভক্তদের দর্শন করার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়, অথচ অপরাধশূন্য সাধারণ মানুষেরা ভক্তের উপস্থিতির দ্বারা তৎক্ষণাৎ প্রভাবিত হন।
    - **প্রমাণ** – অপরাধশূণ্য মৃগারী নারদ মুনির সংস্পর্শে আসামাত্রই প্রভাবিত হয়। কিন্তু অপরাধী নলকুবের ও মণিগ্রীব দেবতাদের মধ্যে বাস করা সত্ত্বেও পরবর্তী জীবনে বৃক্ষরূপে দণ্ডভোগ করে (যদিও পরে ভক্তের কৃপায় ভগবান কর্তৃক তাঁদের উদ্ধার লাভ হয়)।
- **ভগবদ্ভক্তদের স্বভাব** – কিন্তু ভগবানের ভক্তরা মূর্খদের স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহের প্রচেষ্টাজনিত অপরাধ গ্রহণ করেন না। তাঁরা নির্দ্বিধায় এই সমস্ত অপরাধীদের আশীর্বাদ দান করেন।

📖 ৩.৫.৪৬ — বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্তির যোগ্যতা – কৃষ্ণকথা পান –

পানেন তে দেব কথাসুধায়াঃ
প্রবৃদ্ধভক্ত্যা বিশদাশয়া যে।
বৈরাগ্যসারং প্রতিলভ্য বোধং
যথাঞ্জসান্বীয়ুরকুণ্ঠধিষ্ণ্যম্॥

হে প্রভু! যাঁরা তাঁদের ঐকান্তিক মনোভাবের জন্য কেবল আপনার কথামৃত পানে প্রকৃষ্টরূপে বর্ধিত ভক্তির দ্বারা বৈরাগ্যের সারস্বরূপ জ্ঞান লাভ করেন, তাঁরা অচিরেই চিদাকাশে বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হন।

তাৎপর্য বিচার – (তাৎপর্য ৪৬, ৪৭)

নির্বিশেষবাদী মনোধর্মী এবং শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তদের মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	নির্বিশেষবাদী মনোধর্মী	শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত
সাধন পন্থা	পরমতত্ত্বকে জানার প্রতিটি স্তরেই ক্লেশভোগ করে।	তাঁর সাধনার শুরু থেকেই নিত্য আনন্দময় লোকে প্রবেশ করে।
	কৃত্রিম নির্বিশেষ অবস্থা প্রতিষ্ঠা করার জন্য আংশীক সত্য ও আংশিক মিথ্যা দিয়ে বাক্যবিন্যাস রচনা করতে হয়।	কেবল ভক্তির কার্যকলাপ সম্বন্ধে শ্রবণ করতে হয়, যা সাধারণ জীবনের যে কোন বস্তুর মতো সরল, তাঁর আচরণও সরল।
	যদিও তাদের লক্ষ্য ভক্তদের মতো ততটা মহত্তপূর্ণ নয়, তবুও তাদের ভক্তদের থেকে অনেক বেশি শ্রম করতে হয়।	ভক্তদেরও ভক্তিতে শ্রম করতে হয়, কিন্তু তা হচ্ছে প্রেমের প্রকাশ। তাই তাঁর পরিণতিতে দিব্য আনন্দ আস্বাদন হয় বলে, সেই শ্রমকে শ্রম বলেই মনে হয় না। দৃষ্টান্ত – স্ত্রী পুরুষের দাম্পত্য জীবন। (তাৎপর্য ৪৭ দ্রষ্টব্য)
প্রাপ্ত গতি	পরিণামে ভগবানের ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়, যা ভগবানের শত্রুরা কেবল ভগবানের হস্তে নিহত হওয়ার ফলেই লাভ করে।	চিদাকাশে বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হন
	কেবল আকাশ পর্যন্ত পৌঁছায়, কিন্তু অনুভবগম্য দিব্য আনন্দ প্রাপ্ত হয় না।	সেই লোকে গমন করেন।
	তাদের স্বতন্ত্র সত্তাকে চিরতরে স্তব্ধ করে দিতে চায়।	ভক্ত ভগাবের সাথে সম্পর্কের বিনিময় করার জন্য তাঁদের ব্যক্তিত্ব বজায় রাখে।

🕮 ৩.৫.৪৭ — জ্ঞানী ও ভক্তের মধ্যে পার্থক্য –

অন্যেরা, যাঁরা চিন্ময় আত্ম উপলব্ধির প্রভাবে শান্ত হয়েছেন এবং জ্ঞানের শক্তিশালী প্রভাবের দ্বারা প্রকৃতির গুণ জয় করেছেন, তাঁরাও আপনাতে প্রবেশ করেন, কিন্তু তাঁদের কেবল অত্যন্ত ক্লেশই লাভ হয়, অথচ ভক্তেরা কেবল ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করেন এবং তাঁদের এই প্রকার কোন কষ্ট সহ্য করতে হয় না।

☸ তাৎপর্য বিচার – তাৎপর্য ৪৬ দ্রষ্টব্য

🕮 ৩.৫.৪৮ — নিজেদের ব্যর্থতার কারণ হিসেবে দেবতাদের পরস্পর অনৈক্যকেই চিহ্নিতকরণ –

হে আদি পুরুষ ! তাই, আমরা কেবল আপনারই। যদিও আমরা আপনার সৃষ্টি, আমরা প্রকৃতির তিনগুণের প্রভাবে একে একে জন্মগ্রহণ করেছি এবং এই কারণে আমার কার্যকলাপ পরস্পরের থেকে ভিন্ন। তাই, সৃষ্টির পর আপনাকে দিব্য আনন্দ প্রদান করার জন্য আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে কার্য করতে পারিনি।

🕮 ৩.৫.৪৯ — উপযুক্ত মার্গ ও সাধন সম্বন্ধে জ্ঞানদানের জন্য ভগবানের কাছে দেবতাদের অনুরোধ –

হে অজ! কৃপা করে আপনি আমাদের সেই মার্গ ও সাধন সম্বন্ধে জ্ঞান দান করুন, যা অনুসরণ করার ফলে আমরা আপনার উপভোগের জন্য সমস্ত অন্ন এবং সামগ্রী অর্পণ করতে পারি, যার ফলে আমরা এবং এই জগতের অন্য সমস্ত প্রাণীরা নির্বিঘ্নে জীবনযাপন করতে পারে এবং আপনার জন্য ও আমাদের নিজেদের জন্য জীবনের সমস্ত আবশ্যকতাগুলি অনায়াসে সংগ্রহ করতে পারি।

☸ তাৎপর্য বিচার –

সিদ্ধান্ত –

- বিকশিত চেতনা মানবজীবন থেকে শুরু হয় এবং উচ্চতর লোকে বসবাসকারী দেবতাদের মধ্যে তা অধিকতর বিকশিত হয়। (অনুচ্ছেদ ১)
- খাদ্যাভাবের কারণ জনসংখ্যা বৃদ্ধি, এই আধুনিক মতবাদটি দেবতা অথবা ভগবদ্ভক্তেরা স্বীকার করেন না। (অনুচ্ছেদ ২)
- পাপ ও পুণ্যকর্মের ফল। (অনুচ্ছেদ ৩)

🕮 ৩.৫.৫০ — ভগবানের স্বরূপ ও কার্য –

আপনি সমস্ত দেবতাদের এবং বিভিন্ন শ্রেণী-বিভাগের আদি অধিষ্ঠাতা। আপনি পুরাণ পুরুষ এবং অপরিবর্তনীয়। হে ভগবান ! আপনার কোন উৎস নেই এবং আপনার থেকে বরিষ্ঠ কেউ নেই। প্রাকৃত জন্মরহিত আপনি আদ্যশক্তি মায়াতে মহত্তত্ত্বরূপ বীর্য আধান করেছেন।

☸ তাৎপর্য বিচার –

- **সিদ্ধান্ত –**
- ভগবান এই জড়জগতে তাঁর ইচ্ছা অনুসারে আসতে পারেন, কিন্তু জড় জগতে এলেও জীবের দেহের মতো তাঁর দেহের কোন পরিবর্তন হয় না। (অনুচ্ছেদ ১)
- জীবের শরীর জড়া-প্রকৃতির উপহার, কিন্তু আত্মা মূলত পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন অংশ। (অনুচ্ছেদ ২)

🕮 ৩.৫.৫১ — ভগবানের আজ্ঞা পালনের জন্য ভগবানের কাছে পূর্ণ জ্ঞান ও পূর্ণ শক্তি প্রার্থনা –

হে পরমাত্মা ! সৃষ্টির আদিতে মহত্তত্ত্ব থেকে যে কার্যের জন্য আমরা উদ্ভূত হয়েছি, দয়া করে আপনি আমাদের নির্দেশ দিন কিভাবে আমরা আপনার আজ্ঞা পালন করব। দয়া করে আপনি আমাদের পূর্ণ জ্ঞান এবং পূর্ণ শক্তি প্রদান করুন যাতে আমরা আপনার সৃষ্টির বিভিন্ন বিভাগে আপনার অভিলষিত কার্য সম্পাদন করতে পারি।

☸ তাৎপর্য বিচার –

- **সিদ্ধান্ত –**
- সৃষ্টিকার্য প্রভৃতি সমস্ত কার্যকলাপের পিছনে রয়েছে এক দিব্য পরিকল্পনা। (অনুচ্ছেদ ১)
- ভগবান এক ও অদ্বিতীয়, এবং অপ্রাকৃত আনন্দ উপভোগের জন্য তিনি নিজেকে বহুরূপে বিস্তার করেন।
    - তাঁরা হচ্ছে বিষ্ণুতত্ত্ব জীবতত্ত্ব ও শক্তিতত্ত্ব। তাঁদের সকলেরই লক্ষ্য হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধন করা।

- দেবতারা হচ্ছে বদ্ধ জীব, যাঁরা ভগবানের সেবা করার বিশুদ্ধ চেতনা বিকশিত করেছেন, অথচ সেই সাথে জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য করার বাসনাও পোষণ করছেন। এই প্রকার মিশ্রচেতনাবদ্ধ জীবকে জগতের বিভিন্ন বিভাগীয় পরিচালনার কার্যভার এবং বদ্ধ জীবদের উপর নেতৃত্ব করার ভার অর্পণ করা হয়েছে।
    - দৃষ্টান্ত – কখনও কখনও পুরানো কয়েদিদের জেলখানার পরিচালনার দায়িত্বপূর্ণ কাজ দেয়া হয়।

এই পাঠ সহায়িকায় ব্যাবহৃত বিভিন্ন সংক্ষিপ্ত বাক্যাংশের অর্থঃ

- **তাৎপর্য বিচার** → শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের ‘ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য’ থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি বিশ্লেষণ।
- **সিদ্ধান্ত** → গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক তত্ত্ব।
- **শিক্ষা** → ব্যক্তিগত প্রয়োগমূলক শিক্ষা।

এছাড়াও সহায়ক গ্রন্থাবলীঃ

- শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরকৃত ‘গৌড়ীয় ভাষ্য’।
- শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরকৃত ‘সারার্থ দর্শিনী’।
- ভক্তিবেদান্ত বিদ্যাপীঠ প্রকাশিত ‘ভাগবত সুবোধিনী’।